একক ১খ ☐ বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ইতিহাস ১৮৭২-১৯১২ ☐ দ্বিতীয় পর্ব

গঠন

১.১১ সাধারণ রঙ্গালয় : প্রতিষ্ঠা

১.১২ সাধারণ রঙ্গালয় : বিকাশ

১.১৩ সাধারণ রঙ্গালয় : পরিণতি

১.১৪ বেঙ্গল থিয়েটার

১.১৫ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

১.১৬ ন্যাশনাল থিয়েটার

১.১৭ স্টার থিয়েটার (বিডন স্ট্রিট)

১.১৮ এমারেল্ড থিয়েটার

১.১৯ বীণা থিয়েটার

১.২০ স্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)

১.২১ সিটি থিয়েটার

১.২২ মিনার্ভা থিয়েটার

১.২৩ ক্লাসিক থিয়েটার

১.২৪ অরোরা থিয়েটার

১.২৫ কোহিনূর থিয়েটার

১.২৬ অনুশীলনী

১.২৭ গ্রন্থপঞ্জি

১.১১ সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা

১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর ৩৬৫ আপার চিৎপুর রোডে মাইকেল মধুসূদন সান্যালের বাড়িতে (বর্তমানে ২৭৯এ-এফ রবীন্দ্র সরণি) দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে সাধারণ রঙ্গালয়ের সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে সাধারণ রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল বাগবাজার এমেচার থিয়েটার (প্রতিষ্ঠা ১৮৬৭) এবং শ্যামবাজার নাট্যসমাজ (প্রতিষ্ঠা ১৮৭২, মে ১১)। এই দুই নাট্যশালার উদ্যোগী যুবকবৃন্দের ঐকান্তিক চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণ রঙ্গালয়। যাঁদের উদ্যোগে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল সুর, রাধামাধব কর, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু ও ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পরে যোগ দেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। এই সাধারণ

রঙ্গালয় এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন মনোমোহন বসু, অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শিশিরকুমার ঘোষ এবং হিন্দুমেলার উদ্যোক্তা ও ন্যাশনাল পেপার পত্রিকার সম্পাদক নবগোপাল মিত্র।

মাসিক চল্লিশ টাকা ভাড়ায় সাধারণ রঙ্গালয় এর মঞ্চ তৈরি হয়। মঞ্চ নির্মাণের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন ধর্মদাস সুর। সম্পাদক ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনয়ে (নীলদর্পণ) টিকিটের হার ছিল যথাক্রমে দু'টাকা, একটাকা এবং আট আনা। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত তাঁর 'ভারতীয় রঙ্গালয়ের ইতিহাস' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে প্রথম অভিনয়ে (৭ ডিসেম্বর ১৮৭২) মোট সাতশো টাকার টিকিট বিক্রি হয়েছিল। 'নীলদর্পণ' অভিনয়ে চারদিকে আলোড়ন পড়ে যায়। উপস্থাপনার গুণে ও অভিনয়ের দক্ষতায় 'নীলদর্পণ' নাটকটি খ্যাতি অর্জন করে। অভিনয়-শিক্ষক অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফির পরিচালনায় এই নাটকে অভিনয় করেন : অর্ধেন্দুশেখর (উডসাহেব, গোলক বসু, সাবিত্রী, চাষা), নগেন্দ্রনাথ (নবীনমাধব), কিরণ (বিন্দুমাধব), শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গোপীনাথ দেওয়ান), মতিলাল সুর (তোরাপ ও রাইচরণ), মহেন্দ্রলাল বসু (পদীময়রানি), ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (সরলা), অবিনাশচন্দ্র কর (রোগসাহেব), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ক্ষেত্রমণি), তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় (রেবতী), অমৃতলাল বসু (সৈরিন্ধ্রী), শশিভূষণ দাস (আমিন, পণ্ডিতমশাই, কবিরাজ), পূর্ণচন্দ্র ঘোষ (লাঠিয়াল) এবং গোপালচন্দ্র দাস (আদুরি)।

নীলদর্পণ-এর অভিনয় প্রসঙ্গে ১৮৭২-এর ১২ ডিসেম্বর অমৃতবাজার পত্রিকায় বলা হল : ".....এরূপ অভিনয় সমাজ দেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আর একটি মহৎ ফল ফলিবে। উপযুক্ত গ্রন্থকারগণ নাটক লিখিতে উৎসাহিত হইবেন, ভরসা অচিরাৎ আমরা দুই একখানি ভাল নাটক পাঠ করিতে পারিব।" নীলদর্পণ-এর অভিনয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশংসা করা হলেও ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় ছদ্মনামে দুটি বিদ্রূপাত্মক চিঠি (১৯ ও ২৭ ডিসেম্বর ১৮৭২) প্রকাশিত হয়, চিঠির লেখক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। অবশ্য এর দুই মাস পরেই গিরিশচন্দ্র সাধারণ রঙ্গালয় তথা ন্যাশনাল থিয়েটারে যোগদান করেন।

১.১২ সাধারণ রঙ্গালয় : বিকাশ

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত হল দীনবন্ধু মিত্রের জামাইবারিক (১৪ ডিসেম্বর), নীলদর্পণ (২১ ডিসেম্বর) এবং সধবার একাদশী (২৮ ডিসেম্বর)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নীলদর্পণ নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ের পর ইংরেজ শাসকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়। অমৃতলালের স্মৃতিকথায় উল্লেখ আছে; "নীলদর্পণ অভিনীত হইবার সময় এক রাত্রিতে (২১.১২.১৮৭২) পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ডাইলস সাহেব আসিয়াছেন শুনিয়া অনেকে মনে করিল যে তিনি দু'চারজনকে ধরিয়া লইয়া যাইবেন। তাহাতে কেহই দমিয়া গেল না, বরং সকলেরই ফূর্তি বাড়িয়া গেল; তোরাপবেশে মতিলাল আস্ফালন করিয়া বলিল, 'ধরে নিয়ে যাবে। আমি এই লুঙ্গি পরেই যাব'।"

বস্তুত একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে রঙ্গামঞ্চে নীলদর্পণ নাটককে কেন্দ্র করেই আমাদের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটে। এই নাটকের অভিনয় দেখতে-দেখতে কখনো-কখনো ইংরেজশাসক সম্প্রদায় উত্তেজিত হয়েছেন। কখনোবা স্বদেশবাসী।

যাই হোক সাধারণ রঙ্গালয়-এ ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে অভিনীত হলো : নবীন তপস্বিনী (৪ জানুয়ারি), লীলাবতী (২১ জানুয়ারী), বিয়ে পাগলা বুড়ো (১৫ জানুয়ারি), নবীন তপস্বিনী (১৮ জানুয়ারি), নবনাটক (২৫ জানুয়ারি), নীলদর্পণ (১ ফেব্রুয়ারি), নয়শো রুপেয়া (৮ ফেব্রুয়ারি), জামাইবারিক (১৫ ফেব্রুয়ারি)। একমাত্র শিশির ঘোষের 'নয়শো রুপেয়া' ছাড়াবাকি সব নাটকই দীনবন্ধু মিত্রের লেখা। ঐ সমস্ত নাটকগুলির সঙ্গে কুব্জার কুঘটন, নববিদ্যালয়, পাক্কাতামেশা, পরীস্থান ইত্যাদি প্রহসনগুলি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয়ের মাধ্যমেই অর্ধেন্দুশেখর হয়ে উঠলেন প্রখ্যাত শিল্পী। তাঁর অভিনীত গোলোক বসু, উড সাহেব, সৈরিন্ধ্রী, জীবনচন্দ্র বা জলধর তাঁকে প্রথমশ্রেণীর অভিনেতার মর্যাদা দিয়েছিল।

১৮৭৩-এর ২২ ফেব্রুয়ারি সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ হল মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী। ভীমসিংহের ভূমিকায় অভিনয় করলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, ধনদাসের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর এবং কৃষ্ণকুমারীর ভূমিকায় ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়।

সাধারণ রঙ্গালয়ের বিকাশ পর্বে ১৮৭৩-এর ৮ মার্চ শেষ অভিনয় হল। ঐ দিন মঞ্চস্থ হয় বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ ও যেমন কর্ম তেমনি ফল। সঙ্গে ছিল প্যান্টোমাইম (বিলাতিবাবু, সাবস্ক্রিপসান বুক, গ্রিনরুম অব আ প্রাইভেট থিয়েটার, মডেল স্কুল, মুস্তাফি সাহেব কা পাক্কা তামাশা)। অভিনয়ের শেষে অর্ধেন্দুশেখর বিদায়ী ভাষণ দেন ও বিহারীলাল বসুর গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

১.১৩ সাধারণ রঙ্গালয় : পরিণতি

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৮ মার্চ সাধারণ রঙ্গালয়ের দলবদ্ধ শেষ অভিনয়ের পর দল ভেঙে গেল। দল ভেঙে যাওয়ার পেছনে বিবিধ কারণ ছিল, তার মধ্যে উল্লেখ্য হল :

১. খ্যাতির বিড়ম্বনা—পারস্পরিক মনোমালিন্য ;

২. ব্যক্তিত্বের সংঘাত—একই দলে একাধিক ভালো অভিনেতা ;

৩. অভিনয় উপযোগী সাজসরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণের অসুবিধা ;

৪. বর্ষায় খোলামঞ্চে অভিনয়ে বাধা।

সাধারণ রঙ্গালয় বা ন্যাশনাল থিয়েটার ভেঙে দুটো দল তৈরি হল :

ক. ন্যাশনাল থিয়েটার

খ. হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার

প্রথম দলে অর্থাৎ ন্যাশনাল থিয়েটারে ছিলেন গিরিশচন্দ্র, ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, মতিলাল সুর, তিনকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। মঞ্চের সরঞ্জাম তাঁরা পেলেন। অন্যদিকে দ্বিতীয় দলে অর্থাৎ হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটারে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। পোশাক-পরিচ্ছদ যা ছিল এঁরা সবই পেলেন।

গিরিশচন্দ্রের নেতৃত্বে ন্যাশনাল থিয়েটার (নতুন) টাউন হলে এবং রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে মঞ্চ বেঁধে নাট্যাভিনয় করতে থাকে। তার মধ্যে নীলদর্পণ (১৮৭৩, ২৯ মার্চ, টাউন হল), সধবার একাদশী (১৮৭৩, ৫ এপ্রিল, টাউন হল), কৃষ্ণকুমারী (১৮৭৩, ১২ এপ্রিল, রাধাকান্তদেবের বাড়ি), নীলদর্পণ (১৮৭৩, ১৯ এপ্রিল, রাধাকান্ত দেবের বাড়ি) উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও একেই কি বলে সভ্যতা, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ জলযোগ এবং কপালকুণ্ডলার নাট্যরূপও মঞ্চস্থ করে এই ন্যাশনাল থিয়েটার। এরপরে ন্যাশনাল থিয়েটার ঢাকায় অভিনয় করতে যায়। কিন্তু সেখানে দল ব্যর্থ হয়। ঋণগ্রস্ত হয়ে ফিরে আসে। অবশ্য গিরিশচন্দ্র ঢাকায় যাননি।

অন্যদিকে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার লিন্ডসে স্ট্রিটে অপেরা হাউস ভাড়া নিয়ে অভিনয় চালাতে থাকে। প্রথমদিকে কিছু প্রহসন ও প্যান্টোমাইম মঞ্চস্থ করার পরে বিধবাবিবাহ (উমেশচন্দ্র মিত্র) ও নীলদর্পণ অভিনয় করে হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার দল। এরপরে দল ঢাকায় যায় ও সেখানে নীলদর্পণ, রামাভিষেক মঞ্চস্থ করে। তাছাড়াও ঢাকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় নীলদর্পণ, নবনাটক, সধবার একাদশী, নবীন তপস্বিনী, জামাইবারিক ও কৃষ্ণকুমারী।

এরপরে ন্যাশনাল থিয়েটার ও হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার এই দুই দলেরই অনেকে একত্রে অভিনয়ের চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষপর্যন্ত দুই দল-ই অভিনয় বন্ধ করে দিল।

১.১৪ বেঙ্গল থিয়েটার

ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার পরে ১৮৭৩-এর ১৬ আগস্ট ৯ নং বিডন স্ট্রিটে বিখ্যাত ধনী সাতুবাবুর বাড়ির সামনের প্রাঙ্গণে পাঁচহাজার টাকার অধিক ব্যয়ে নির্মিত হয় বেঙ্গল থিয়েটার। লিউসের লাইসিয়াম থিয়েটারের অনুকরণে বেঙ্গল থিয়েটার নামক নাট্যশালাটি নির্মিত হয়। বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা শরৎচন্দ্র ঘোষ। শরৎচন্দ্র ছিলেন সাতুবাবুর দৌহিত্র। এই নাট্যশারা নির্মাণে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন মধুসূদন ও উমেশচন্দ্র দত্ত। এছাড়াও সঙ্গে ছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, হরিদাস দাস, দেবেন্দ্রনাথ মিত্র, অক্ষয়কুমার মজুমদার প্রমুখ। এই নাট্যশালার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন প্যারীমোহন রায়। ১৮৭৩-এর ২২ ফেব্রুয়ারির মধ্যাহ্ন পত্রিকায় সংখ্যায় জানা যায় যে, ১৮ জন অংশীদার প্রত্যেকে এক হাজার টাকা দিয়ে এই নাট্যশালা নির্মাণে অগ্রণী হয়েছিলেন। এই প্রথম কলকাতায় বাঙালির নিজস্ব থিয়েটার বাড়ি তৈরি হল।

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট মধুসূদনের শর্মিষ্ঠা নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন শরৎচন্দ্র ঘোষ (যযাতি), বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (শুক্রাচার্য), এলোকেশী (দেবযানী), জগত্তারিণী (দেবিকা) এবং গোলাপসুন্দরী (শর্মিষ্ঠা)। এরপরে ১৮৭৩-এর ৬ সেপ্টেম্বর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস রচিত মোহান্তের এই কি কাজ মঞ্চস্থ করে বেঙ্গল থিয়েটার। বর্ধমানের মহারাজা বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয় দেখে (রত্নাবলী ও কৃষ্ণকুমারী) প্রীত হয়ে এই থিয়েটারের পৃষ্ঠপোষক হন। সেই উপলক্ষে ১৮৭৩-এর ১২ ডিসেম্বর বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনীর নাট্যরূপ অভিনীত হয়। এটি খুব সাফল্য পায়। অভিনয়ে ছিলেন শরৎচন্দ্র (জগৎসিংহ), হরিদাস দাস (ওসমান), জগত্তারিণী (তিলোত্তমা), গোলাপসুন্দরী (আয়েষা) প্রমুখ। জগৎসিংহের ভূমিকায় শরৎচন্দ্র ঘোড়ার পিঠে চড়ে মঞ্চে প্রবেশ করতেন। এই ঘটনা সেই সময়ে দর্শকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয়েছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারের সেরা সাফল্যের বছর ১৮৭৪। এই বছরে একে একে অভিনীত হয় পদ্মাবতী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম, হরলাল রায়ের বঙ্গে সুখাবসান, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মণিমালিনী, বিদ্যাসুন্দর, যেমন কর্ম তেমনি ফলষ পুরুবিক্রম, ইত্যাদি। এর মধ্যে পুরুবিক্রম, যেমন কর্ম তেমনি ফল এবং বিদ্যাসুন্দর জনপ্রিয় হয়।

১৮৭৫-তে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চস্থ করে নগেন্দ্রনাথের সতী কি কলঙ্কিনী (৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৭৫), মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যরূপ (৭ মার্চ ১৮৭৫) রাজকৃষ্ণ রায়ের উৎসাহে গিরিশচন্দ্র এই নাট্যরূপ দেন। এছাড়াও বেঙ্গল থিয়েটার একে একে মঞ্চস্থ করে সুরেন্দ্রবিনোদিনী, বঙ্গবিজেতা, পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি নাটক।

১৮৭৬-এ আবার বেঙ্গল থিয়েটার বিদ্যাসুন্দর নাটক মঞ্চস্থ করে এবং এছাড়াও পুরোনো বেশ কিছু নাটকের অভিনয় করে। এরপরেই কুখ্যাত নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন বৃটিশ সরকার চালু করেছিল। এই আইনের ফলে বেঙ্গল থিয়েটার প্রবল চাপের মুখে পড়ে। ঐ বছরেই বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন। ১৮৭৭ থেকে সপ্তাহে তিনদিন রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার অভিনয়ের দিন ধার্য হয় বেঙ্গল থিয়েটারে। ১৮৭৭-তে অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল : আলিবাবা, অপূর্ব সতী, রত্নাবলী, মেঘনাদবধ, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী (বঙ্কিম উপন্যাসের নাট্যরূপ)। বিনোদিনীর অভিনেত্রী জীবনের উৎকর্ষ ঘটে বঙ্কিমসৃষ্ট নারী চরিত্র রূপায়ণেই। বিনোদিনীকে সাইওনারা, ফ্লাওয়ার অফ দি নেটিভ থিয়েটার ইত্যাদি উপাধিতে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও ১৮৭৭-তেই দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, সুভদ্রাহরণ, সতী

কি কলঙ্কিনী ইত্যাদি মঞ্চস্থ হয়। ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে শকুন্তলা নাটকের অভিনয় দেখতে বড়লাট লিটন ও তাঁর স্ত্রী বেঙ্গল থিয়েটারে হাজির হন। এই বছরে মৃণালিনী, দুর্গেশনন্দিনী, রত্নাবলী আবার মঞ্চস্থ হয়। ১৮৭৯ সালে জ্যোতিরিন্দ্রঠাকুরের অশ্রুমতী মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু দর্শক ছিলেন শুধুমাত্র ঠাকুরবাড়ির লোকজন।

১৮৮০-তে শরৎচন্দ্র ঘোষের মৃত্যু হলে শুধু বেঙ্গল থিয়েটারেরই নয়, সমগ্র বাংলা রঙ্গমঞ্চেরই অপূরণীয় ক্ষতি হল। তাঁর মৃত্যুর পর নাট্যশালার দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। বিহারীলালের নেতৃত্বে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হতে থাকে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, সুভদ্রাহরণ, হরধনুভঙ্গ ইত্যাদি নাটক। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে অমৃতলাল বসু বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন। তাঁর লেখা প্রহসন ডিসমিশ এবং নাটক হরিশ্চন্দ্র বেঙ্গল থিয়েটার মঞ্চস্থ করে ও প্রভূত জনপ্রিয়তা পায়। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে অমৃতলালের ব্রজলীলা মঞ্চস্থ হয়। তারপরে রাজকৃষ্ণ রায়ের কয়েকটি নাটিক অভিনীত হয় বেঙ্গল থিয়েটারে : হরধনুভঙ্গ (১৮৮৩), প্রহ্লাদচরিত্র (১৮৮৪), ভীষ্মের শরশয্যা (১৮৮৬), দুর্বাসার পারণ (১৮৮৫)। তখন বাংলা রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক নাটকের জোয়ার। এর মধ্যে প্রহ্লাদচরিত্র নাটকটি অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করে। এর মূলে ছিল কুসুমকুমারীর অসাধারণ অভিনয়। আবার ১৮৮৬-তে অভিনীত ভীষ্মের শরশয্যা নাটকে ভীষ্মের ভূমিকায় বিহারীলালের অভিনয় তাঁর অভিনয়জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ১৮৮৭ সালে বিহারীলাল রচিত শ্রীবৎসচিন্তা, পাণ্ডবনির্বাসন, রুক্মিণীহরণ, প্রভাসমিলন একে একে বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। ১৮৮৮-তে মঞ্চস্থ হয় বিহারীলালের নন্দবিদায় ও পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয় শৈলজা, জন্মাষ্টমী ও শকুন্তলা। ১৮৯০-এর ৭ জানুয়ারি বেঙ্গল থিয়েটার 'রয়্যাল' উপাধি লাভ করে। বৃটিশ রাজভক্তির নিদর্শনরূপে এই উপাধি প্রাপ্তি ঘটে। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে উল্লেখযোগ্য অভিনয় হল : সীতা স্বয়ম্বর ও নাট্যবিচার নামক একটি প্রহসন।

১৮৯১ সালে বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয় গোবরগণেশ, বাণযুদ্ধ, বসন্তমেলা ইত্যাদি নাটক। ১৮৯২-তে পুরোনো কয়েকটি নাটকের সঙ্গে মোহশেল ও শ্রীরামনবমী মঞ্চস্থ হয়। বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে দুটি উল্লেখযোগ্য অভিনয় হল ব্যসকাশী ও খণ্ডপ্রলয়।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন মহেন্দ্রলাল বসু, প্রমদাসুন্দরী প্রমুখ। এদের সহযোগে মঞ্চস্থ হয় বঙ্কিমের মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ। এই দুটি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। মৃণালিনী সফলতা পেলেও বিষবৃক্ষ ব্যর্থ হয়। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমের 'রজনী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন বিহারীলাল। এটি বেঙ্গল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। এই সময়ে মহেন্দ্রলাল বসু বেঙ্গল থিয়েটার ত্যাগ করেন। এরপরে ১৮৯৫ সালে একে একে দানলীলা, সীতারাম, রক্তগঙ্গা মঞ্চস্থ হয়। সীতারাম-এর নাট্যরূপ অভিনীত হলে প্রচুর প্রশংসা লাভ করে। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে পুরোনো নাটকের সঙ্গে বিহারীলালের দুটি নতুন নাটক ধ্রুব ও নরোত্তমঠাকুর এবং বঙ্কিমের রাজাসিংহ (নাট্যরূপ বিহারীলাল) মঞ্চস্থ হয়। ১৮৯৭-তে বেঙ্গল থিয়েটারের উল্লেখযোগ্য অভিনয় বঙ্কিমের দেবী চৌধুরাণী ও কৃষ্ণকান্তের উইল (নাট্যরূপ বিহারীলাল)। এরপরে ১৮৯৮ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয় বভ্রুবাহন, দফর খাঁ, প্রমোদরঞ্জন, সুকন্যা, যমুনা, দাওয়াই ইত্যাদি নাটক।

১৯০১-এর ২০ এপ্রিল বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বেঙ্গল থিয়েটার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বেঙ্গল থিয়েটার নানা কারণেই বাংলা নাট্যমঞ্চে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার ক'রে আছে :

১. বাঙালির থিয়েটারে প্রথম স্থায়ী নাট্যশালা তথা প্রেক্ষাগৃহ;

২. যথার্থই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয় ও পেশাদারি থিয়েটার;

৩. প্রথম অভিনেত্রী গ্রহণ এক অভিনব দুঃসাহাসিক প্রচেষ্টা;

৪. নাট্যমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রকে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা;

৫. বিহারীলালের নাট্যকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা;

১.১৫ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার

১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর ৬ নং বিডন স্ট্রিটে (অধুনা মিনার্ভা থিয়েটার) মহেন্দ্রনাথ দাসের জমিতে নির্মিত হয় কাঠের থিয়েটার বাড়ি। প্রতিষ্ঠাতার নাম ভুবনমোহন নিয়োগী। ধনী ভুবনমোহন নিয়োগী এই থিয়েটারের জন্য ইংরেজ শিল্পী মিস্টার গ্যারিককে ড্রপসীন ও দৃশ্যপট অঙ্কনের দায়িত্ব দেন। বেঙ্গল থিয়েটার ততদিনে দারুণভাবে অভিনয় চালাচ্ছে, ঠিক তখনই প্রতিষ্ঠিত হলো গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। ১৮৭৩-এর ৩১ ডিসেম্বর এই থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হল অমৃতলাল বসুর কাম্যকানন। কিন্তু প্রথম অভিনয়ের সময় আগুন লেগে মঞ্চ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। তবু দুর্ঘটনার পরের দিন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার বেলভেডিয়ারে নীলদর্পণ মঞ্চস্থ করে। নতুন উৎসাহে থিয়েটার বাড়ি পুনর্নির্মাণ করে ১৮৭৪-এর ১০ জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার মঞ্চস্থ করে উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবাবিবাহ। এরপরে ঐ বছরেই ১৭ জানুয়ারি মনোমোহন প্রণয়পরীক্ষা, ২৪ জানুয়ারি মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী, ৭ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা অভিনীত হয়।

কিন্তু সবদিক দিয়ে বেঙ্গল থিয়েটার তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। তাই শুধু অমৃতলাল বসু বা নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বা ধর্মদাস সুর থাকলে হবে না, এই ভেবে গিরিশচন্দ্র ঘোষের সাহায্য চাওয়া হল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের জন্যে গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ এই দুই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন। দলের সকলকে অভিনয় শেখালেন ও নিজে প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করলেন। বিশেষত মৃণালিনীর অভিনয় অসম্ভব সাফল্য লাভ করেছিল। এতে অভিনয় করেন : গিরিশচন্দ্র (পশুপতি), অর্ধেন্দুশেখর (হৃষিকেশ), নগেন্দ্রনাথ (হেমচন্দ্র), অমৃতলাল বসু (দিগ্বিজয়), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ব্যোমকেশ), মহেন্দ্রলাল বসু (বক্তিয়ার খিলজি), বসন্তকুমার ঘোষ (মৃণালিনী), আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় (গিরিজায়া) এবং ক্ষেত্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় (মনোরমা)। তখনো গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণ করা হয়নি। ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে ২১ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি মৃণালিনী অভিনীত হয় এবং গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এরপরে একে একে মঞ্চস্থ হয় নবাবের নবরত্ন সভা (৭ মার্চ), নবীন তপস্বিনী (১৮ মার্চ), হেমলতা (১৮ এপ্রিল) ও কুলীনকন্যা বা কমলিনী (৩০ মে)।

এরপরে বাধ্য হয়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার অভিনেত্রী গ্রহণ করল। কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি, যাদুমণি, হরিদাসী ও রাজকুমারী এই পাঁচজনকে গ্রহণ করা হয়। অভিনেত্রী সহযোগে তারপর মঞ্চস্থ হল সতী কি কলঙ্কিনী নাটক (১৮ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৪)। নাট্যকার নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরে গিরিশ রইলেন না, নগেন্দ্রনাথ হলেন দলের ম্যানেজার।

১৮৭৪-এর ৩ অক্টোবর ও ১০ অক্টোবর যথাক্রমে মঞ্চস্থ হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পুরুবিক্রম এবং সতী কি কলঙ্কিনী ও ভারতে যবন। ঐ বছরে শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ-এর বাংলা রূপান্তর রুদ্রপাল (রূপান্তর হরলাল রায়) অভিনীত হল ৩১ অক্টোবর।

এরপরে নগেন্দ্রনাথ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ করেন। সেই সঙ্গে দল ছেড়ে চলে যান অমৃতলাল বসু, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন বর্মণ, যাদুমণি ও কাদম্বিনী। এঁরা সকলেই ১৮৭৫-এ বেঙ্গল থিয়েটারে যোগ দেন। এঁরা চলে যাবার পর আবার ধর্মদাস সুর গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ৬ ফেব্রুয়ারি অভিনীত হয় শত্রুসংহার নাটক। ভট্টনারায়ণের বেণীসংহার অবলম্বনে হরলাল রায় এই নাটক রচনা করেন। এই নাটকে বিনোদিনী দ্রৌপদীর সখীর এক ছোট্ট ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৮৭৫-তে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল উপেন্দ্রনাথ

দাসের শরৎ-সরোজিনী, প্রমথনাথ মিত্রের নগনলিনী, যেমন কর্ম তেমন ফল। এর মধ্যে শরৎ-সরোজিনী নাটক দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। এই নাটকে গোলাপসুন্দরী সুকুমারী চরিত্রে অনবদ্য অভিনয়ের জন্য সুকুমারী নামেই পরিচিতি লাভ করেন। এরপর ধর্মদাস সুরের নেতৃত্বে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৫-এর মার্চে দিল্লি, আগ্রা, মিরাট, লক্ষ্ণৌ, লাহোর ইত্যাদি স্থানে অভিনয় করতে যায়। দলে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস, অবিনাশচন্দ্র কর, বিনোদিনী, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ। লক্ষ্ণৌ শহরে নীলদর্পণ অভিনয়ের সময় সাহেব দর্শকরা কীভাবে উত্তেজিত হয়ে মঞ্চে এসে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আক্রমণ করে তার বর্ণনা বিনোদিনীর আমার কথা গ্রন্থে আছে। এই সময় কলকাতাতেও দলের একটি অংশ নাটক অভিনয় করতে থাকে : সধবার একাদশী (২০ মার্চ), নয়শো রুপেয়া (১০ এপ্রিল), তিলোত্তমা সম্ভব (১৭ এপ্রিল), নন্দনকানন (৮ মে) ইত্যাদি।

১৮৭৫-এর ৩ জুলাই মহেন্দ্রলাল বসুর পদ্মিনী নাটকের অভিনয়-এর মধ্য দিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কলকাতায় পূর্ণশক্তিতে অভিনয় শুরু করে। ১৮৭৫-এর আগস্টে প্রতিষ্ঠাতা ভুবনমোহন নিয়োগী দলের কার্যভার ধর্মদাস সুরের হাত থেকে নিয়ে নেন। ম্যানেজার থাকেন মহেন্দ্রলাল বসু। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়কে রঙ্গমঞ্চটির ইজারা দেন। কৃষ্ণধন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের নাম পরিবর্তন করেন, নাম দেন ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার। ১৮৭৫-এর ১২ আগস্ট পদ্মিনী নাটক মঞ্চস্থ করে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার। এরপর ১৪ আগস্ট শরৎসরোজিনী, ২১ আগস্ট নীলদর্পণ মঞ্চস্থ হয়। এসময় বেঙ্গল থিয়েটার থেকে বেরিয়ে অমৃতলাল বসু এখানে যোগ দেন। তারপরই অভিনীত হয় সুকুমারী দত্তের লেখা নাটক অপূর্বসতী (২৩ আগস্ট ১৮৭৫)।

কিন্তু কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নতুন থিয়েটার চালাতে গিয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তখন ভুবনমোহন নিয়োগ আবার নিজের হাতে থিয়েটারের ভার নিয়ে নেন। পুরোনো নামে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার আবার তার অভিনয় শুরু করে। ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে ২৫ ডিসেম্বর অমৃতলাল বসুর 'হীরকচূর্ণ' মঞ্চস্থ করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার। এরপর ঐ বছরে ৩১ ডিসেম্বর অভিনীত হলো উপেন্দ্রনাথ দাসের সুরেন্দ্র-বিনোদিনী। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে অভিনীত হল প্রকৃত বন্ধু (ব্রজেন্দ্রকুমার রায়), সরোজিনী (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) ও বিদ্যাসুন্দর নাটক।

এদিকে ব্রিটিশ যুবরাজ প্রিন্স অফ ওয়েলস কলকাতায় এসে উকিল জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়-এর বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ নিয়ে কলকাতায় আলোড়ন তৈরি হয়। এসময়েই এই বিষয় নিয়ে উপেন্দ্রনাথ রচিত গজদানন্দ ও যুবরাজ নামক একটি প্রহসন মঞ্চস্থ করে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি, তৎসহ ছিল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সরোজিনী। আবার ২৩ ফেব্রুয়ারি সতী কি কলঙ্কিনী নাটকের সঙ্গে গজদানন্দ ও যুবরাজ অভিনীত হয়। এই অভিনয়ের পরে পুলিশ অভিনয় বন্ধ করে দেয়। তখন উপেন্দ্রনাথ প্রহসনটির নাম পরিবর্তন করে হনুমান চরিত্র নামে মঞ্চস্থ করেন (২৬ ফেব্রুয়ারি)। পুলিশ এই হনুমান চরিত্র-এর অভিনয়ও বন্ধ করে দেয়। তখন পুলিশকে বিদ্রুপ করে উপেন্দ্রনাথ দাস The Police of Pig and Sheep নামক একটি প্রহসন রচনা করেন। ১৮৭৬-এর ১ মার্চ সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের সাথে এই প্রহসনটির অভিনয় হয়। ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের এই ভূমিকায় বড়লাট লর্ড নর্থব্রুক ২৯ ফেব্রুয়ারি এক অর্ডিন্যান্স জারি করেন,—তাতে যেকোনো নাটক 'Scandalous, defamatory, seditious, obscene or otherwise prejudicial to the public interest'—হলে তা বন্ধ করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। গ্রেট ন্যাশনাল তখন সতী কি কলঙ্কিনী ও উভয়সংকট (৪ মার্চ ১৮৭৬) মঞ্চস্থ করে। কিন্তু সেদিনই পুলিশ গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে হানা দিয়ে উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু, অভিনেতা মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সঙ্গীতকার রামতারণ সান্যাল প্রমুখ আটজনকে গ্রেপ্তার করে। প্রথম বিচারে উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়। পরে আপিলের রায়ে এঁরা মুক্তি পান (২০ মার্চ, ১৮৭৬)।

বৃটিশ সরকার তারপর ঐ অর্ডিন্যান্সকে মার্চ মাসেই 'Dramatic Performances Control Bill' নামক আইনের খসড়া তৈরি করে ও ডিসেম্বর ১৮৭৬-এ তা আইনে পরিণত হয়।

এর ফলে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রচণ্ড আঘাত পায়। উপেন্দ্রনাথ বিলেত চলে যান। অমৃতলাল বসু ও বিহারীলাল চলে যান পোর্টব্লেয়ারে চাকুরি নিয়ে। সুকুমারী দত্ত অভিনয় ছেড়ে দেন। বিনোদিনী গ্রেট ন্যাশনাল ত্যাগ করেন। নগেন্দ্রনাথ স্বেচ্ছা-অবসর নেন, অর্ধেন্দুশেখর দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে যান আর মামলামোকদ্দমায় সর্বস্বান্ত হন ভুবনমোহন। এভাবেই ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ৬ অক্টোবর দুর্গাপুজোর পঞ্চরং, আগমনীগান ও ইয়ংবেঙ্গাল এই তিন প্রহসন মঞ্চস্থ হবার পরেই বন্ধ হয়ে গেল গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার।

১.১৬ ন্যাশনাল থিয়েটার

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি ৬ নং বিডন স্ট্রিটে প্রতিষ্ঠিত হল যে ন্যাশনাল থিয়েটার তা সাধারণ রঙ্গালয় নয়। এটির প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদ জহুরি। বস্তুত গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার লিজ দিয়ে দেন ভুবনমোহন (বাধ্য হয়ে) গিরিশচন্দ্র ঘোষকে। গিরিশচন্দ্র তখন নাম পাল্টে দেন। নাম হয় ন্যাশনাল থিয়েটার। এরপরে ক্রমাগত মালিকানা বদলাতে থাকে। শেষপর্যন্ত এর নিলাম হয়। ১৮৮০-এর ১২ ডিসেম্বর এই নিলামে অবাঙালি ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদ পঁচিশ হাজার টাকায় কিনে ন্যাশনাল থিয়েটার। তিনি গিরিশচন্দ্রকে মাসিক একশ টাকা বেতনে তাঁর ন্যাশনাল থিয়েটারের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। গিরিশ তখন পার্কার কোম্পানিতে চাকরি করছিলেন। এই প্রথম গিরিশচন্দ্রও থিয়েটারকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করলেন। গিরিশ প্রথমেই দলে নিয়ে এলেন যাঁদের তাঁরা হলেন ধর্মদাস সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, রামতারণ সান্যাল, অমৃতলাল মিত্র, ক্ষেত্রমণি, কাদম্বিনী, বিনোদিনী, নারায়ণী এবং বনবিহারিণী।

১৮৮১-র ১ জানুয়ারি প্রতাপচাঁদের ন্যাশনাল থিয়েটারের উদ্বোধনে মঞ্চস্থ হল সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের লেখা নাটক হামীর। গিরিশ এই নাটকের জন্য চারটি গান রচনা করেন। গিরিশচন্দ্র ও বিনোদিনী এ নাটকে অভিনয় করলেও এই নাটক দর্শক গ্রহণ করল না। ভালো নাটকের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হল অথচ তেমন সাড়া নেই। তখন বাধ্য হয়ে ম্যানেজার গিরিশ নিজেই নাটক রচনায় মনোযোগী হলেন। বাংলা থিয়েটারের নাট্যকার হিসেবে গিরিশের আত্মপ্রকাশ ঘটল। ১৮৮১-র ২২ জানুয়ারি ও ৯ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল যথাক্রমে গিরিশের নাটক মায়াতরু ও মোহিনীপ্রতিমা। এরপর ১৯ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল গিরিশ রচিত আলাদীন। ১৮৮১-র ২১ মে অভিনীত হল রোমান্সধর্মী ঐতিহাসিক নাটক আনন্দ রহো (গিরিশচন্দ্র)। গিরিশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক এটি। এই নাটকে বেতালের ভূমিকায় গিরিশ নতুন ধরনের অভিনয় করেন। এরপর ১৮৮১-র ৩০ জুলাই মঞ্চস্থ হল গিরিশের রাবণবধ। এই নাটক রাতারাতি বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করল। রাবণবধ নাটকের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে এরপরে গিরিশের রচনা সীতার বনবাস (১৭ সেপ্টেম্বর ১৮৮১) অভিনীত হল। গিরিশের রামচরিত্রাভিনয় দারুণ খ্যাতিলাভ করেছিল। এরপর গিরিশের অভিমন্যুবধ অভিনীত হল ১৮৮১-র ২৬ নভেম্বর। পরের বছর অভিনীত হল রামের বনবাস (১১ মার্চ), সীতার বিবাহ (১৫ এপ্রিল), সীতাহরণ (২২ জুলাই) ও মলিনামালা (১৬ সেপ্টেম্বর)। এই সব ক'টি নাটকের রচয়িতা ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। কিন্তু ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটারের ভালো গেল না। ১৮৮৩-তে ১৩ জানুয়ারি গিরিশের রচনা পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস মঞ্চস্থ হল। এই নাটকটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করল। এমনকি রাবণবধ নাটকের জনপ্রিয়তাকেও অতিক্রম করে গেল। দ্রৌপদীর ভূমিকায় বিনোদিনী-র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল এখান থেকেই। এই সময়েই গিরিশের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের মতান্তর শুরু হয়। দলের সকলের মাইনে বাড়ানোর জন্য গিরিশ দাবি জানান কিন্তু প্রতাপচাঁদ তা নাকচ করে দেন। কৃপণ ব্যবসায়ী প্রতাপচাঁদের সঙ্গে ক্রমশ দূরত্ব বাড়তে থাকে গিরিশের। অবশেষে গিরিশ ন্যাশনাল থিয়েটার ত্যাগ করেন। গিরিশের

সঙ্গে চলে যান অমৃত মিত্র, অঘোরনাথ পাঠক, উপেন্দ্র মিত্র, বিনোদিনী, কাদম্বিনী, ক্ষেত্রমণি প্রমুখ শিল্পী।

প্রতাপচাঁদ কেদারনাথ চৌধুরীকে ম্যানেজার নিযুক্ত করে আবার থিয়েটার চালাতে শুরু করেন। ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৭ মে কেদার চৌধুরীর নাট্যরূপে বঙ্কিমের আনন্দমঠ মঞ্চস্থ হয়। এই সময় অর্ধেন্দুশেখর এখানে যোগ দেন। এরপরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্নময়ী (১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৮৩)। কেদার চৌধুরীর ছত্রভঙ্গ (১ অক্টোবর ১৮৮৩), রাজসূয় যজ্ঞ (২ জানুয়ারি ১৮৮৪), আনন্দমঠ (২০ এপ্রিল ১৮৮৪) ইত্যাদি নাটক এখানে অভিনীত হয়। কিন্তু তেমনভাবে সাফল্য না আসায় প্রতাপচাঁদ ন্যাশনাল থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। ১৮৮৫-তে ভুবনমোহন নিয়োগী 'লেসি' হিসেবে স্ত্রীর বকলমে এই থিয়েটারের ভার গ্রহণ করলেন। ম্যানেজার রইলেন কেদারনাথ চৌধুরী। এরপর হরিভূষণ ভট্টাচার্যের 'কুমারসম্ভব' ও কেদার চৌধুরীর নাট্যরূপে রবীন্দ্রনাথের 'বৌ ঠাকুরানীর হাট' মঞ্চস্থ হল এখানে (৩ জুলাই ১৮৮৬ ও ১৩ জুলাই ১৮৮৬)। এরপরে প্রতাপচাঁদ ও ভুবনমোহন মামলায় জড়িয়ে পড়েন। ন্যাশনাল থিয়েটারের বাড়ি (সাবেক গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার) নিলামে ওঠে। হাতিবাগানের স্টার থিয়েটার মাত্র আড়াই হাজার টাকায় এটি কিনে নেন ও থিয়েটার বাড়িটি সম্পূর্ণ ভেঙে ফেলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার তথা গ্রেট ন্যাশনাল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। পরে এই জমিতেই গড়ে উঠেছিল মিনার্ভা থিয়েটার।

১.১৭ স্টার থিয়েটার (বিডন স্ট্রিট)

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই বাগবাজারের ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের খালি জমি ইজারা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হল স্টার থিয়েটার। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন গুর্মুখ রায়। রাজস্থান নিবাসী পিতা গণেশদাস মুসাদ্দি হোরমিলার কোম্পানির বেনিয়ান ছিলেন। তাঁর পুত্র গুর্মুখ রায় বিনোদিনীকে পাবার জন্য প্রায় পাগল। ঠিক তখনই গিরিশচন্দ্র ঘোষ ক্যালকাটা স্টার কোম্পানি নামক একটি থিয়েটারের দল চালাচ্ছেন কোনোক্রমে। এমন সময়ে গুর্মুখ রায় গিরিশের কাছে নতুন থিয়েটার খোলার প্রস্তাব দেন, বিনিময়ে গুর্মুখ রায় বিনোদিনীকে রক্ষিতা হিসাবে পেতে চান। গিরিশচন্দ্র রাজি হয়ে গেলেন। নতুন থিয়েটারের বাসনায় গিরিশচন্দ্র বিনোদিনীকে 'টোপ' হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন! বিনোদিনীও থিয়েটারের প্রতি দুর্বল হওয়ায় গিরিশচন্দ্র যা চাইলেন তাতেই সম্মত হলেন। শেষ পর্যন্ত ২১ জুলাই ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে শুরু হল স্টার থিয়েটার। মালিক ছিলেন গুর্মুখ রায়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে স্টার থিয়েটারের গিরিশই ছিলেন সবকিছু,—তিনিই ম্যানেজার, নাট্যকার, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা। উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' নাটকে এই ঘটনার ছায়াপাত দেখা যায়।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই শনিবার গিরিশের রচনা দক্ষযজ্ঞ নাটক দিয়ে স্টার থিয়েটার-এর উদ্বোধন হল। অভিনয়ে অংশ নিলেন গিরিশচন্দ্র (দক্ষ), মহাদেব (অমৃতলাল মিত্র), দধীচি (অমৃতলাল বসু), বিষ্ণু (উপেন্দ্রনাথ মিত্র), সতী (বিনোদিনী), ব্রহ্মা (নীলমাধব চক্রবর্তী), তপস্বিনী (ক্ষেত্রমণি), প্রসূতি (কাদম্বিনী) প্রমুখ। এই নাটকের দৃশ্যসজ্জা, সঙ্গীত, আলো ও অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল। দক্ষযজ্ঞ দিয়ে স্টার থিয়েটার-এর গৌরবময় যাত্রা শুরু হয়েছিল।

১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে গুর্মুখ রায় মালিক থাকাকালীন স্টার থিয়েটারের যেসমস্ত নাটকের অভিনয় হয় সেগুলি হল : দক্ষযজ্ঞ (২১ জুলাই), ধ্রুবচরিত্র (১১ আগস্ট), রামের বনবাস (২৯ আগস্ট), সীতার বনবাস (২৬ সেপ্টেম্বর), সীতাহরণ (২ অক্টোবর), চোরের ওপর বাটপাড়ি (২৬ অক্টোবর), চক্ষুদান (২৭ অক্টোবর), মেঘনাদবধ (২১ নভেম্বর), সধবার একাদশী (৫ ডিসেম্বর), রাবণবধ (৮ ডিসেম্বর), নল-দময়ন্তী (১৫ ডিসেম্বর)। এগুলির মধ্যে চক্ষুদান (রামনারায়ণ), সধবার একাদশী (দীনবন্ধু) এবং চোরের ওপর বাটপাড়ি (অমৃতলাল) এই তিনটি বাদে বাকি সবই গিরিশের সৃষ্টি।

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে গুর্মুখ রায় মাত্র এগারো হাজার টাকায় স্টার থিয়েটারের স্বত্ব স্টারের চারজনের কাছে (অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু ও অমৃতলাল বসু) বিক্রি করে দিলেন। ১৮৮৪-র জানুয়ারি থেকে ঐ চারজন স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী হয়ে ওঠেন। তবে গুর্মুখ রায় স্টার ছেড়ে চলে গেলেও বিনোদিনী রয়ে গেলেন।

১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ নাটকগুলির মধ্যে অভিমন্যুবধ (১৬ মার্চ), কমলেকামিনী (২৯ মার্চ), চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে (২৬ এপ্রিল), আদর্শসতী (২১ মে), শ্রীবৎসচিন্তা (৭ জুন), চৈতন্যলীলা (২ আগস্ট), প্রহ্লাদচরিত্র (২২ নভেম্বর), বিবাহবিভ্রাট (২৪ নভেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই বছরেও অমৃতলাল বসুর চাটুজ্জে-বাঁড়ুজ্জে ও অতুলকৃষ্ণ মিত্র-র আদর্শসতী ছাড়া বাকি সব নাটকের রচয়িতা ছিলেন গিরিশচন্দ্র। এবছরের নাটকগুলির মধ্যে গিরিশের নতুন নাটক চৈতন্যলীলার অভিনয় ছিল অনবদ্য। বিশেষত নিমাই-এর ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় দেখতে আসেন স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব (২১ সেপ্টেম্বর ১৮৮৪ ; চৈতন্যলীলা নাটকের দ্বিতীয় অভিনয়ে)। তিনি বিনোদিনীর অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে আশীর্বাদ করেন। এবছরে গিরিশের প্রহ্লাদচরিত্র নাটক তেমন সাফল্য পায়নি, বরং বেঙ্গল থিয়েটারে রাজকৃষ্ণ রায়ের লেখা প্রহ্লাদচরিত্র বেশি সাফল্য পেয়েছিল।

১৮৮৫-তে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়েছিল যে সমস্ত নাটক সেগুলির মধ্যে চৈতন্যলীলা ২য় ভাগ (১০ জানুয়ারি), দোললীলা (১ মার্চ), মৃণালিনী (১ এপ্রিল), পলাশীর যুদ্ধ (২৬ এপ্রিল), প্রভাসযজ্ঞ (৩০ মে), বুদ্ধদেবচরিত (১৯ সেপ্টেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যলীলা ২য় ভাগ নাটক কিন্তু তেমনভাবে গৃহীত হল না। বরং বুদ্ধদেবচরিত নাটক অভূতপূর্ব সাফল্য পেল। এ নাটকে অভিনয় করেছিলেন—অমৃতলাল মিত্র (সিদ্ধার্থ), উপেন্দ্রনাথ মিত্র (শুদ্ধোধন), শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বিদূষক), প্রমদাসুন্দরী (সুজাতা) এবং বিনোদিনী (গোপা)।

১৮৮৬-তে স্টার থিয়েটারে অভিনীত নতুন নাটকগুলি হল : বিশ্বমঙ্গলঠাকুর (১২ জুন), বেল্লিকবাজার (২৬ ডিসেম্বর) ও কমলেকামিনী (২৯ ডিসেম্বর)। তাছাড়া পূর্বের মঞ্চসফল বেশকিছু নাটকের অভিনয় হয়েছিল এবছরে। এবছরে সব চাইতে বেশি সাফল্য পেয়েছিল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। রামকৃষ্ণদেবের প্রভাবে রচিত এ নাটকের গানগুলি দর্শকদের পাগল করে তুলেছিল। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন : অমৃতলাল মিত্র (বিল্বমঙ্গল), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (সাধক), অঘোরনাথ পাঠক (ভিক্ষুক), বিনোদিনী (চিন্তামণি), গঙ্গামণি (পাগলিনী) প্রমুখ।

১৮৮৭ ছিল স্টার থিয়েটার-এর পক্ষে দুঃসময়ের বছর। এ বছরেই স্টার ত্যাগ করলেন বিনোদিনী। তাঁর শেষ অভিনয় বেল্লিকবাজার। এরপর তিনি অভিনয় জীবনে আর ফিরে আসেননি। ১৮৮৭-র ৩১ জুলাই ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটার-এর শেষ অভিনয়-ও মঞ্চস্থ হয় বুদ্ধদেবচরিত ও বেল্লিকবাজার। অমৃতলাল বসুর মর্মস্পর্শী ভাষণের মধ্য দিয়ে সেদিনের মঞ্চানুষ্ঠান শেষ হয়।

ঠিক সেই সময় কলকাতার অন্যতম বিখ্যাত ধনী মতিলাল শীলের নাতি গোপাললাল শীল স্টার থিয়েটারের জমি কৌশলে কিনে নেন ও স্টারের স্বত্বাধিকারীদের উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়। তাঁরা বাধ্য হয়ে তিরিশ হাজার টাকায় স্টার থিয়েটার ছেড়ে দেন। সেখানেই গোপাল শীল তৈরি করেন এমারেল্ড থিয়েটার। দিন শেষ হয় ৬৮ বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের।

১.১৮ এমারেল্ড থিয়েটার

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারের জমি কিনে নিয়ে ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে পুরো নবরূপে প্রতিষ্ঠিত হল এমারেল্ড থিয়েটার। স্টারের স্বত্বাধিকারীরা থিয়েটার বাড়িটি বেচলেও 'স্টার' নামটির গুডউইল বিক্রি করেননি।

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ অক্টোবর ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে উদ্বোধন হয় এমারেল্ড থিয়েটারের। ঐ দিন মঞ্চস্থ হয় কেদার চৌধুরীর নাটক পাণ্ডবনির্বাসন। কেদার চৌধুরী এখানে একাধারে ম্যানেজার, নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে কাজ শুরু করেন। অভিনয়ে ছিলেন অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু, ক্ষেত্রমণি, বনবিহারিণী, কিরণশশী প্রমুখ। একাধিকবার পাণ্ডবনির্বাসন নাটকের মঞ্চসফল অভিনয়ের পরে অভিনীত হয়

রবীন্দ্রনাথের নাটক। বউ ঠাকুরানীর হাট উপন্যাসের নাট্যরূপ 'রাজা বসন্ত রায়' ১৮৮৭-র ২৬ অক্টোবর মঞ্চস্থ হল। তারপরে আনন্দকানন, মদনভস্ম ইত্যাদি অভিনয়ের পরেও এমারেল্ড থিয়েটার তেমনভাবে প্রতিষ্ঠা পেলো না। এমারেল্ড থিয়েটারের মালিক গোপাললাল শীল তখন কেদার চৌধুরীর পরিবর্তে গিরিশচন্দ্র ঘোষকে ম্যানেজার হিসেবে পাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। গিরিশ প্রথমে রাজি হননি। পরে স্টারের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গে আলোচনা করেই এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দিলেন। পাঁচ বছরের চুক্তিতে মাসিক তিনশো পঞ্চাশ টাকা বেতন ও কুড়ি হাজার টাকা বোনাস এই শর্তে গিরিশ এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দেন ১৮৮৭-র ৩১ অক্টোবর। তাঁর বোনাসের টাকা থেকে ষোলো হাজার টাকা স্টার থিয়েটারের নতুন বাড়ি কেনার জন্য দেন। ১৮৮৭-র ১২ নভেম্বর থেকে গিরিশ হলেন এমারেল্ড থিয়েটার-এর নতুন ম্যানেজার।

গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটারে ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিয়েই প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ ও কেদার চৌধুরীর নাটকগুলি (পূর্বে অভিনীত) বন্ধ করে দেন। গিরিশ যতদিন এমারেল্ড থিয়েটার-এর দায়িত্বে ছিলেন ততদিন রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকই এখানে মঞ্চস্থ হয়নি। নীলদর্পণ নাটক দিয়ে গিরিশ এমারেল্ড থিয়েটারে কাজ শুরু করেন। তারপরে একে একে গিরিশের পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয় সীতার বনবাস, সীতাহরণ, দীনবন্ধুর নবীন তপস্বিনী ও গিরিশের মায়াতরু। শেষ দুটি নাটক অর্থাৎ নবীন তপস্বিনী ও মায়াতরু দারুণভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে। এমারেল্ড থিয়েটার দারুণভাবে প্রতিষ্ঠা পেল। ১৮৮৮-তে এখানে মঞ্চস্থ হল : নবীন তপস্বিনী, বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ, একেই কি বলে সভ্যতা, নন্দবিদায় ইত্যাদি।

এরই মধ্যে এমারেল্ড থিয়েটারের মালিক গোপাললাল শীল থিয়েটার ছেড়ে দিলেন। তিনি মতিলাল সুর, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ এবং ব্রজনাথ মিত্রকে থিয়েটার বাড়ি লিজ দিয়ে দেন ১৮৮৯-এর ৩ ফেব্রুয়ারি। এর আগেই ৩০ সেপ্টেম্বর ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে অর্ধেন্দুশেখর এমারেল্ড থিয়েটার ছেড়ে চলে যান। মালিক গোপাল শীল চলে যাওয়ায় গিরিশের সঙ্গে এমারেল্ডের যে চুক্তি তা বজায় রইল না। ফলে ১৮৮৯-এর ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এমারেল্ড থিয়েটারে থাকার পরে গিরিশ এমারেল্ড ছেড়ে স্টারে যোগ দেন। মার্চ ১৮৮৯-তে এমারেল্ড থিয়েটারে যোগ দিলেন অর্ধেন্দুশেখর। ১৮৮৯-এর ২ এপ্রিল এমারেল্ড থিয়েটার-এ মঞ্চস্থ হল 'বক্কেশ্বর' নামক প্রহসন, তাতে বক্কেশ্বরের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর অভিনয় করেন। কিন্তু নতুন স্বত্বাধিকারীরা তেমনভাবে এমারেল্ড থিয়েটার চালাতে পারলেন না। পুরোনো মালিক গোপাল শীল তাঁর অতি প্রিয় এমারেল্ড থিয়েটারের সেই দুরবস্থা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি আবার ১৮৮৯-এর ৮ এপ্রিল এমারেল্ড থিয়েটারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এবার পরিচালক হিসেবে এই দলে যোগ দিলেন মনোমোহন বসু। নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র এমারেল্ড থিয়েটারে ছিলেন। ৪ মে কেদার চৌধুরী ম্যানেজার হিসাবে এখানে যোগ দেন। ১৮৯০-এর ৭ জুন এখানে মঞ্চস্থ হল রবীন্দ্রনাথের রাজা ও রানী। তারপর রবীন্দ্রনাথের প্রহসন খ্যাতির বিড়ম্বনা-র পরিবর্তিত নাম 'দুকড়ি দত্ত' দারুণভাবে মঞ্চল সফল হয় (৭ জুলাই ১৮৯০)। এর আগে ১৮৮৯-এর নভেম্বর মাসে কেদার চৌধুরী আবার দল ছেড়ে চলে যান। তখন অতুলকৃষ্ণ মিত্র ১৭ জানুয়ারি (১৮৯০) বিজনেস ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮৯০-তে যেসমস্ত নাটক এমারেল্ড থিয়েটার মঞ্চস্থ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : মৃণালিনী (নাট্যরূপ গিরিশ), বিষবৃক্ষ (নাট্যরূপ অতুলকৃষ্ণ), কপালকুণ্ডলা (নাট্যরূপ অতুলকৃষ্ণ), আনন্দমঠ (নাট্যরূপ গিরিশ), নবীন তপস্বিনী (দীনবন্ধু) ইত্যাদি।

১৮৯০ থেকে ক্রমশ অবস্থা খারাপ হতে থাকলে পুরোনো নাটকগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে এমারেল্ডকে বাঁচিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা চলতে থাকল। ১৮৯৩-এর ১১ ফেব্রুয়ারি অতুলকৃষ্ণ মিত্র ও মহেন্দ্রলাল বসু এই এমারেল্ড থিয়েটারের 'লেসি' হন। তাঁরা ঋণগ্রস্ত হয়েও এমারেল্ড থিয়েটার চালাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেন না, ফলে শেষপর্যন্ত অর্ধেন্দুশেখরকে 'লেসি' করা হয়। ম্যানেজার হন মতিলাল সুর।

১৮৯৪-র ২২ সেপ্টেম্বর অতুলকৃষ্ণ মিত্রের লেখা মা নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটার নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্ধেন্দুশেখর নাট্যশিক্ষক ও অভিনেতারূপে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। এরপরে বৈকুণ্ঠনাথ বসুর মান (৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৪), রাজাবসন্ত রায় (২ জানুয়ারি, ১৮৯৫), আবু হোসেন (রচনা গিরিশচন্দ্র, ৩০ জানুয়ারি, ১৮৯৫) নাটকগুলি এমারেল্ড থিয়েটারে দারুণভাবে মঞ্চসফলতা লাভ করে। কিন্তু অর্ধেন্দুশেখর থিয়েটার ব্যবসা বুঝতেন না। ফলে ফের আর্থিক অনটনে পড়ল এমারেল্ড থিয়েটার। নিরুপায় হয়ে অর্ধেন্দুশেখর এমারেল্ড থিয়েটারের মালিকানা বি. ডি. কোম্পানির বেনারসী দাসকে দিয়ে দিলেন। ১৮৯৫-তে ১০ নভেম্বর থেকে অর্ধেন্দুশেখর ম্যানেজার ও নাট্যশিক্ষক হিসাবে এখানে রইলেন। তারপর এখানে মঞ্চস্থ হয় কপালকুণ্ডলা (১৭ নভেম্বর, ১৮৯৫), বঙ্গবিজেতা (রচনা রমেশচন্দ্র দত্ত, নাট্যরূপ অর্ধেন্দুশেখর : ১৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৫), দুকড়ি দত্ত (রবীন্দ্রনাথের খ্যাতির বিড়ম্বনা-রূপান্তরী—১৯ ডিসেম্বর, ১৮৯৫), ফুলশয্যা (ক্ষীরোদপ্রসাদ, ২৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৫), ভাগের মা গঙ্গা পায় না (অতুল মিত্র : ৩১ ডিসেম্বর, ১৮৯৫) ইত্যাদি।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৩ ফেব্রুয়ারি কপালকুণ্ডলা ও ভাগের মা গঙ্গা পায় না মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে এমারেল্ড থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়। প্রায় দশ বছরের স্থায়িত্বকালে এই থিয়েটারে গিরিশ, অতুল মিত্র, মনোমোহন নাট্যকার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। শুধু তাই নয়, একথা ভুলে গেলে চলবে না যে এমারেল্ড থিয়েটার সর্বপ্রথম সাহসের সঙ্গে রবীন্দ্র নাটককে মঞ্চে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেন।

১.১৯ বীণা থিয়েটার

১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর ৩৮ নং মেছুয়াবাজার রোডে (ঠনঠনিয়া) কবি ও নাট্যকার রাজকৃষ্ণ রায় প্রতিষ্ঠা করেন বীণা থিয়েটার। আমরা জানি যে কবি হিসেবে প্রসিদ্ধি ছিল রাজকৃষ্ণ রায়ের (১৮৪৯-১৮৯৪)। কিন্তু বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাট্যকার হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করলেন তিনি। তাঁর একটি নিজস্ব ছাপাখানা ছিল। সেখানে থেকে 'বীণা' নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন তিনি। তাঁর তৈরি নাট্যমঞ্চের নামও রাখলেন 'বীণা'।

অভিনেতা হিসেবেও রাজকৃষ্ণ রায় বেশ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মাহেশ ও কলকাতার বেশ কিছু অভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন। কলকাতার আর্য নাট্যসমাজে রাজকৃষ্ণ নিজের নাটক 'প্রহ্লাদচরিত্র'-এ হিরণ্যকশিপুর ভূমিকায় নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। সেই সময়ের বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্রে রাজকৃষ্ণ-র ঐ অভিনয় উচ্চ প্রশংসিত হয়। তাঁর ঐ অভিনয় সাফল্যে তিনি উৎসাহিত হয়ে নিজের থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর। কিন্তু থিয়েটারের মালিক হিসেবে রাজকৃষ্ণর খুব বেশি আর্থিক সঙ্গতি ছিল না। তাই বীণা থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ খুব সুসজ্জিত হয়নি, দৃশ্যপটও খুব বেশি মূল্যবান ছিল না,—যদিও রুচির ছাপ ছিল সর্বত্র। অর্থের কারণেই রাজকৃষ্ণ তৎকালীন প্রসিদ্ধ নট-নটীদের বীণা থিয়েটারে আনতে পারেননি। মূলত আর্য নাট্যসমাজ থেকেই রাজকৃষ্ণ নট-নটী সংগ্রহ করেছিলেন। রাজকৃষ্ণ রায় ছিলেন বীণা থিয়েটারের মালিক, নাট্যকার এবং পরিচালক।

১৮৮৭-র ১০ ডিসেম্বর রাজকৃষ্ণ রায় রচিত চন্দ্রহাস (বা দ্বিতীয় প্রহ্লাদ) নাটকের অভিনয়-এর মধ্য দিয়ে বীণা থিয়েটারের উদ্বোধন হল। এরপর পর পর চার রাত্রিতে চন্দ্রহাস মঞ্চস্থ হবার পরে প্রহ্লাদচরিত্র (৩১ ডিসেম্বর, ১৮৮৭) অভিনীত হল। এরপরে দুর্গেশনন্দিনী-র নাট্যরূপ (১২ জানুয়ারি, ১৮৮৮), ভণ্ডদলপতি দণ্ড (২৫ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৮) মঞ্চস্থ হয়। রাজকৃষ্ণ লেখা চতুরালি—'হায় হায় এ কি শুনি ভাই/ আটকে পড়েছে আমার বিনোদিনী রাই' এবং 'চন্দ্রাবলী' গীতিনাট্যের 'তুমি যে কত ভাল/চিকন কালো/বলব কত একটি মুখে'—এই দুটি গান সেসময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর প্রহ্লাদচরিত্রও বিশেষ প্রশংসা লাভ করেছিল। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন : প্রহ্লাদ—শরৎ কর্মকার,

ষণ্ড—অক্ষয়কালী কোঁয়ার, হিরণ্যকশিপু—রাজকৃষ্ণ। সার্থক অভিনেতারূপে রাজকৃষ্ণ প্রতিষ্ঠা পেলেন এই অভিনয়ের জন্য।

কিন্তু রাজকৃষ্ণ থিয়েটারে দর্শক সমাগম ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকল। এর মূল কারণ হল রাজকৃষ্ণ রায় তাঁর বীণা থিয়েটারে অভিনেত্রী গ্রহণ না করে নারীচরিত্রে পুরুষদের দিয়ে অভিনয় করালেন। কিছু নৈতিকতার পক্ষ অবলম্বনকারী ধনী মানুষ রাজকৃষ্ণর এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও চারপাশে অভিনেত্রী সহযোগে-চলা অন্য সব থিয়েটারের প্রবল অভিঘাত সহ্য করা সম্ভব হল না। ফলে অচিরেই ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন রাজকৃষ্ণ রায়।

এরই পরিণামে ১৮৮৮-র সেপ্টেম্বর থেকে বীণা থিয়েটারে আর্য নাট্যসমাজ অভিনয় শুরু করে। ঋণশোধের আশায় রাজকৃষ্ণ আর্য নাট্যসমাজকে বীণা থিয়েটার ভাড়া দেন। রাজকৃষ্ণ নিজেও আর্য নাট্যসমাজের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। অর্ধেন্দুশেখরও অভিনেতারূপে যোগ দেন। কিন্তু ১৮৮৮-র নভেম্বরে আর্য নাট্যসমাজ তাঁদের অভিনয় বন্ধ করে দেন। ঋণভারে জর্জরিত রাজকৃষ্ণ এবার উপেন্দ্রনাথ দাসকে বীণা থিয়েটার ভাড়া দিলেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে উপেন্দ্রনাথ বীণা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে নিউ ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন (১৪ ডিসেম্বর, ১৮৮৮)। প্রবল উদ্যম থাকা সত্ত্বেও উপেন্দ্রনাথ দাস ব্যর্থ হলেন। ১৮৮৯-তে মার্চ পর্যন্ত কোনোক্রমে থিয়েটার চালিয়ে উপেন্দ্রনাথ বিদায় নিলেন।

সেই সময় স্বয়ং রাজকৃষ্ণ রায় নিজেই ফের বীণা থিয়েটার চালাবার ভার নিলেন। শুরু হল বীণা থিয়েটারের দ্বিতীয় পর্যায়ের যাত্রা। পূর্বের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন রাজকৃষ্ণ। সব নৈতিকতা, আদর্শ দূরে সরিয়ে রেখে ও তৎকালীন বাস্তবতা মনে রেখে সেই সময়ের খ্যাতনামা অভিনেত্রী তিনকড়িকে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে বীণা থিয়েটারে নিয়ে এলেন। অন্য অভিনেত্রীও গ্রহণ করা হয়। তৎসহ যোগ দিলেন আর্য নাট্যসমাজের অভিনেতারা। ১৮৮৯-এর ২০ জুলাই শনিবার বীণা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল মীরাবাঈ। নাটকটির রচয়িতা রাজকৃষ্ণ রায়। মীরাবাঈ-এর ভূমিকায় তিনকড়ি দাসী অসামান্য অভিনয় করেন। এই নাটকে রাজকৃষ্ণ রচিত একটি গান 'খেলার ছলে হরিঠাকুর গড়েছেন এই জগৎখানা' খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এখানে রাজকৃষ্ণ নেপথ্য থেকে সম্ভবত মাইক্রোফোনে গানগুলি পরিবেশন করেন। ১৮৮৯-এর ২০ জুলাই স্টেটসম্যান পত্রিকার বিজ্ঞাপনে বলা হয়, 'Special Attraction—Songs by scientific process.'।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে বীণা থিয়েটারে যেসমস্ত নাটকগুলি অভিনীত হয় তার মধ্যে লীলাবতী (৩ আগস্ট), শ্রীকৃষ্ণের অন্নভিক্ষা (১৪ সেপ্টেম্বর), সধবার একাদশী (২২ সেপ্টেম্বর), চমৎকার (১৬ নভেম্বর), রুক্মিণীহরণ (১৪ ডিসেম্বর), ঘোষের পো (১৬ ডিসেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে বীণা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল যেসমস্ত নাটক তার মধ্যে উভয় সঙ্কট (৪ জানুয়ারি), চন্দ্রহাস (৬ জানুয়ারি), রাজা বিক্রমাদিত্য (১১ জানুয়ারি), চন্দ্রাবলী (২৬ জুলাই), প্রহ্লাদ চরিত্র (১ নভেম্বর), লোভেন্দ্র-গবেন্দ্র (২ নভেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

রাজকৃষ্ণ রায় বীণা থিয়েটারকে টিকিয়ে রাখতে সব প্রচেষ্টাই করেছিলেন। এমনকি টিকিটের মূল্য কমিয়ে তিনিই প্রথম বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে 'চীপ থিয়েটার' চালু করেন। টিকিটের মূল্য কমতে কমতে একআনা, দুআনা পর্যন্ত হয়েছিল। বীণা থিয়েটারে খ্যাতিপাওয়া পুরোনো নাটকগুলিও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনয় করতে থাকেন রাজকৃষ্ণ। কিন্তু রাজকৃষ্ণর ব্যবসায়িক বুদ্ধি মোটেই পাকাপোক্ত ছিল না। ফলে বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ঋণের ফাঁদ থেকে তিনি কিছুতেই মুক্তি পেলেন না। ফলে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে ডিসেম্বর এর পরে রাজকৃষ্ণ বীণা থিয়েটার সম্পর্কে সমস্ত আশা ত্যাগ করলেন। রাজকৃষ্ণ রায় পরিচালিত বীণা থিয়েটারে ১৬ নভেম্বর ১৮৯০ শেষ অভিনয় হল প্রহ্লাদচরিত্র। তারপরে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি রাজকৃষ্ণ রায় অভিনেতারূপে মাসিক একশো টাকা বেতনে যোগ দিলেন স্টার থিয়েটারে। অন্যদিকে বীণা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে ইণ্ডিয়ান থিয়েটার (৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯১-২৯ মার্চ ১৮৯১) এবং নীলমাধব চক্রবর্তীর সিটি থিয়েটার

(১৬ মে ১৮৯১-৮ এপ্রিল ১৮৯২) নাটক অভিনয় করেছিলেন।

ততদিনে রাজকৃষ্ণ একেবারে সর্বস্বান্ত।—স্ত্রীর অলঙ্কার ও ছাপাখানা পর্যন্ত বিক্রি করে দিতে বাধ্য হলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর বড় প্রিয় বীণা থিয়েটার প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে বিক্রি করে দিলেন (১৫ নভেম্বর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ)। প্রিয়নাথ এখানে তৈরি করলেন ভিক্টোরিয়া অপেরা হাউস। তিনি আবার নাটকের সব চরিত্রই মহিলাদের দিয়ে করাবার চেষ্টায় সর্বস্বান্ত হলেন। অন্যদিকে হতোদ্যম, ঋণভারে জর্জরিত, হীনবল রাজকৃষ্ণ রায় ক্রমশ ভেতরে ভেতরে ক্ষয়ে যেতে থাকলেন। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে ১৮৯৪-এর ১১ মার্চ তাঁর মৃত্যু হল এবং বীণা থিয়েটারের প্রদীপ চিরতরে হল নির্বাপিত সেই সঙ্গে।

১.২০ স্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)

ক. **প্রথম পর্ব (১৮৮৮-১৯০০) :**

৬৮ নং বিডন স্ট্রিটের স্টার থিয়েটারের গিরিশচন্দ্র ও চার স্বত্বাধিকারী (অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র, দাসুচরণ নিয়োগী, হরিপ্রসাদ বসু) থিয়েটারের বাড়ি গোপাল শীলকে তিরিশ হাজার টাকায় বিক্রি করলেও 'স্টার' নামটির 'গুডউইল' সঙ্গে নিয়ে আসেন। ৭৫/৩ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে হাতিবাগানের কাছে রণেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের ত্রিশ কাঠা জমি সাতাশ হাজার টাকায় কিনে নেন তাঁরা। গিরিশচন্দ্র এমারেল্ড থিয়েটার থেকে প্রাপ্ত বোনাসের কুড়ি হাজার টাকা থেকে ষোলো হাজার টাকা নতুন স্টারের থিয়েটার বাড়ি কেনার জন্য দিয়ে দেন। পাঁচ মাসের চেষ্টায় স্টারের নতুন বাড়ি তৈরি হল। সাহায্যে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার যোগেন্দ্রনাথ মিত্র ও ধর্মদাস সুর। গ্যাসবাতি দিয়ে আলো তৈরি করেন পি. সি. মিত্র অ্যান্ড কোম্পানি। দৃশ্যসজ্জায় ছিলেন দাসুচরণ নিয়োগী। সঙ্গীতে ছিলেন রামতারণ সান্যাল ও নৃত্যে কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। দেড়হাজার দর্শকাসনবিশিষ্ট এই থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন অমৃতলাল বসু। টিকিটের মূল্য ছিল সর্বোচ্চ একশো টাকা ও সর্বনিম্ন দুই টাকা। মহিলাদের জন্য একবারে আলাদা বসার ব্যবস্থা ছিল।

১৮৮৮-র ২৫ মে শুক্রবার হাতীবাগানের নবনির্মিত স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। গিরিশের রচনা নসীরাম নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে হাতীবাগানের স্টার থিয়েটারের যাত্রা সূচিত হল। তবে এমারেল্ডের সঙ্গে চুক্তি থাকায় গিরিশ অত্যন্ত গোপানে এই নাটক রচনা করেন। নাটকে রচয়িতার নাম সেবকপ্রণীত বলে উল্লেখ করা হয়। এই নাটকে অভিনয় করেন : অমৃতলাল বসু (নসীরাম), অমৃতলাল মিত্র (অনাথনাথ), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (শম্ভুনাথ), অঘোর পাঠক (কাপালিক), কাদম্বিনী (বিরজা), গঙ্গামণি (সোনা) এবং তারাসুন্দরী (পাহাড়ী বালক)।

হাতীবাগানে স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠার পর থেকে ঊনিশ শতকের শেষ তেরো বছর খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় চালিয়ে যায়। প্রথম বছরে অর্থাৎ ১৮৮৮-তে এখানে গিরিশের পুরোনো নাটকগুলি, বিশেষত চৈতন্যলীলা, বিল্বমঙ্গল ঠাকুর, সীতার বনবাস নাটকগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অভিনীত হয়েছিল। তবে এই বছরে মঞ্চ সফলতায় সবাইকে টেক্কা দিয়েছিল সরলা নাটক : তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্ণলতা উপন্যাসের নাট্যরূপ (অমৃতলাল বসু) সরলা অভিনীত হয় ১৮৮৮-র ২২ সেপ্টেম্বর। বাংলামঞ্চে এমন পারিবারিক ট্র্যাজেডি আগে অভিনীত হয়নি। এই নাটকের টিকিট বিক্রি রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল। অভিনয়ে ছিলেন : অমৃতলাল মিত্র (বিধূভূষণ), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (গদাধর), নীলমাধব চক্রবর্তী (শশিভূষণ), কিরণবালা (সরলা), তারাসুন্দরী (গোপাল), গঙ্গামণি (শ্যামা) এবং কাদম্বিনী (প্রমদা)।

গিরিশচন্দ্র ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দে ২৭ এপ্রিল হাতিবাগান স্টার থিয়েটারে যোগ দিলেন। সরলা নাটকের অসামান্য সাফল্য তাঁকে সমাজিক সমস্যামূলক নাটক রচনায় উৎসাহিত করল। তিনি রচনা করলেন প্রফুল্ল। প্রফুল্ল মঞ্চস্থ হবার সঙ্গে

সঙ্গে (২৭ এপ্রিল ১৮৮৯) পূর্বের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে গেল। অভিনয় যাঁরা করলেন তাঁরা হলেন অমৃতলাল মিত্র (যোগেশ), অমৃতলাল বসু (রমেশ), কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় (রমেশ), অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (ভজহরি), মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী (পীতাম্বর), শ্যামাচরণ কুণ্ডু (কাঙালিচরণ), নীলমাধব চক্রবর্তী (মদন ঘোষ), ভূষণকুমারী (প্রফুল্ল), গঙ্গামণি (উমাসুন্দরী), কিরণবালা (জ্ঞানদা) এবং টুম্পামণি (জগমণি)। প্রত্যেকের অভিনয়ই সকলের প্রশংসা অর্জন করে। ১৮৮৯-তে প্রফুল্ল ছাড়াও পুরোনো নাটক ধ্রুব চরিত্র, দক্ষযজ্ঞ, তাজ্জবব্যাপার ইত্যাদি মঞ্চস্থ হয়েছিল। তাছাড়া গিরিশের নতুন নাটক হারানিধি মঞ্চস্থ হয়েছিল কিন্তু তেমন সাফল্য পায়নি। ১৮৯০-তে গিরিশের পুরোনো নাটক যেমন রূপসনাতন, চণ্ড, অমৃতলালের বাঞ্চারাম, তরুবালা ইত্যাদি নাটক এখানে মঞ্চস্থ হল। ১৮৯০-তেই স্টারের বিখ্যাত অভিনেতা অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (১১ মার্চ) ও অভিনেত্রী কিরণবালার মৃত্যু হয় (৮ এপ্রিল)। দুজনের আকস্মিক প্রয়াণে স্টার থিয়েটার তিন মাসের জন্য বন্ধ ছিল।

১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি গিরিশ স্টার থিয়েটার ত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন ধরেই স্টার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গিরিশের মনোমালিন্য চলছিল। গিরিশ চলে যাওয়ার সময়ে সঙ্গে নিয়ে যান নীলমাধব চক্রবর্তী, অঘোরনাথ পাঠক, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, দানীবাবু, শরৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানদাসুন্দরী প্রমুখদের। গিরিশের পরিবর্তে স্টার থিয়েটারে ম্যানেজার নিযুক্ত হন অমৃতলাল বসু এবং নাট্যকার হিসেবে যোগ দেন রাজকৃষ্ণ রায়। ১৮৯১-তে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক নরমেধযজ্ঞ, লয়লা-মজনু, সম্মতি সঙ্কট ছাড়াও অমৃতলাল বসুর রচনা 'বিলাপ বা বিদ্যাসাগরের স্বর্গে আবাহন' (বিদ্যাসাগরের মৃত্যু উপলক্ষে ২৯ জুলাই ১৮৯১ রচিত) মঞ্চস্থ হল।

১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে রাজকৃষ্ণ রায়ের নাটক বনবীর, ঋষ্যশৃঙ্গ, রাজাবাহাদুর ছাড়াও অমৃতলালের কালাপানি অভিনীত হয়। এছাড়াও বাংলামঞ্চে এই প্রথম হিন্দিভাষায় রচিত নাটক কৃষ্ণবিলাস অভিনীত হয় (৬ আগস্ট)। বাংলামঞ্চে অন্য প্রাদেশিক ভাষায় অভিনয় এই প্রথম ঘটল। এতে উৎসাহিত হয়ে সীতার বনবাসের হিন্দীরূপ রামাশ্বমেধ (রূপান্তর গিরিশচন্দ্র) পরের বছর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ২৭ মে মঞ্চস্থ হয়। এছাড়াও রাজকৃষ্ণের বেনুজীর বদরেমুনীর এবং অমৃতলালের বিমাতা বা বিজয়বসন্ত ঐ বছরে অভিনীত হয়। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমের চন্দ্রশেখর (নাট্যরূপ অমৃতলাল) এবং অমৃতলালের বাবু মঞ্চস্থ হয়। চন্দ্রশেখর আর্থিক সাফল্য লাভ করেছিল।

১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের ১১ মার্চ রাজকৃষ্ণ রায়ের মৃত্যু হয়। ফলে নাটক রচনার ক্ষেত্রে একটা শূন্যতা নেমে আসে। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ১৩ জুলাই গিরিশের 'প্রফুল্ল' মঞ্চস্থ হয়। একই দিনে মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয় 'প্রফুল্ল'। গিরিশ তখন মিনার্ভায়। ফলে প্রতিযোগিতা জমে ওঠে। এ বছরে 'প্রফুল্ল' ছাড়া কোনো উল্লেখযোগ্য নাটক অভিনীত হয়নি। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে স্টারে ফের যোগ দিলেন ১৫ এপ্রিল। তিনি 'ড্রামাটিক ডিরেক্টর' পদে যোগ দিলেন। বাংলামঞ্চে এমন একটি পদ এই প্রথম গিরিশের জন্যই তৈরি হয়েছিল। গিরিশ আসার পর তাঁর লেখা কালাপাহাড় মঞ্চস্থ হয় (২০ জুন ১৮৯৬)। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করলেন গিরিশচন্দ্র (চিন্তামণি), অমৃত মিত্র (কালাপাহাড়), নগেন্দ্রবালা (ইমান), নরীসুন্দরী (দোলনা) ও প্রমদাসুন্দরী (চঞ্চলা)। এছাড়াও অমৃতলালের বৌমা (১ জুলাই), ও সরলা (৮ জুলাই) মঞ্চস্থ হয়।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো নাটক অভিনীত হবার সংবাদ পাওয়া যায় না। রানি ভিক্টোরিয়ার শাসনকালের অষ্টম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ২১ জুন অভিনীত হয় হীরকজুবিলী। গিরিশের দুটি নাটক পারস্যপ্রসূন ও মায়াবসান যথাক্রমে ১৫ সেপ্টেম্বর ও ৬ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ হয় স্টার থিয়েটারে। গিরিশের মায়াবসান নতুন ধরনের সামাজিক নাটক। এই নাটকে কালীকিঙ্করের ভূমিকায় গিরিশের অভিনয় অবিস্মরণীয়। ১৮৯৮-তে অমৃতলালের গ্রাম্যবিভ্রাট ও হরিশ্চন্দ্র নতুন নাটক হিসেবে অভিনীত হয়। এই বছরে গিরিশের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের মতান্তর হয় এবং

গিরিশ ১১ মে হরিশ্চন্দ্র অভিনয়ের পর স্টার থিয়েটার ছেড়ে চলে যান। তিনি আর কখনো স্টার থিয়েটারে ফিরে আসেননি।

গিরিশ চলে যাবার পর স্টার থিয়েটারে দর্শক সমাগম হ্রাস পেতে থাকে। তখন দর্শক টানার জন্য স্টার থিয়েটার অভিনয়ের পূর্বে বায়োস্কোপ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। ২৯ অক্টোবর ১৮৯৮ থেকে বায়োস্কোপ দেখানো শুরু হয়। ১৮৯৮-এ কলকাতায় প্লেগ রোগ মহামারির আকার ধারণ করে। ফলে নাটক অভিনয় তেমনভাবে হয়নি। শুধু চৈতন্যলীলা অভিনীত হয় সঙ্গে ছিল অমৃতলালের বাবু।

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে পুরোনো নাটকগুলির সঙ্গে মঞ্চস্থ হয় মৃচ্ছকটিক দ্বিজেন্দ্রলালের বিরহ এবং অমৃতলালের সাবাস আটাশ। এসময় আলোয় প্রথম বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয়। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয় অমৃতলালের আদর্শ বন্ধু, কৃপণের ধন, যাদুকরী, মনোমোহন বসুর প্রণয় পরীক্ষা, হরিশ্চন্দ্র, দীনবন্ধুর লীলাবতী এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ত্র্যহস্পর্শ। নাট্যকারের অভাবে এই সময় অমৃতলালকে প্রচুর নাটক লিখতে হয়। নতুন নাট্যকার হিসেবে ততদিনে এসেছেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

খ. দ্বিতীয় পর্ব (১৯০১-১৯২০) :

১৯০১ থেকে ১৯২০ পর্যন্ত অর্থাৎ বিশ শতকের শুরু থেকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময় পর্যন্ত স্টার থিয়েটার পরিচালনায় কখনো অমৃতলাল, অর্ধেন্দুশেখর, কখনো বা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত। এই সময়কালের মধ্যেই মারা যান অর্ধেন্দুশেখর ও অমরেন্দ্রনাথ। অমৃতলাল বসু অবশ্য বহুদিন স্টার থিয়েটারে যুক্ত ছিলেন।

১৯০৩-তে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ করার প্রস্তাব সারাদেশে তুমুল আলোড়ন তৈরি করে। স্টার থিয়েটার এতদিন পর সাহসের সঙ্গে স্বাদেশিকতার নাটক অভিনয়ে মনোযোগী হয়ে উঠল। ১ মে (১৯০৩) অর্ধেন্দুশেখর স্টারে যোগ দেবার পরে তাঁরই উদ্যোগে ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রতাপাদিত্য (১৫ আগস্ট, ১৯০৩) ও রঙ্গাবতী (৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯০৩) মঞ্চস্থ হয়। এই ধারাপথেই ক্ষীরোদপ্রসাদের পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত (১৫ অক্টোবর, ১৯০৩), নন্দকুমার (১০ নভেম্বর, ১৯০৩), দ্বিজেন্দ্রলালের রাণাপ্রতাপ (২০ ডিসেম্বর, ১৯০৩) অভিনীত হল স্টার থিয়েটারে। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে একইভাবে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল নীলদর্পণ, রমেশ দত্তের রাজপতজীবন সন্ধ্যা, অমরেন্দ্রনাথ দত্তের রানী ভবানী ইত্যাদি নাটক। অনেকদিন পর বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার হল এইভাবে।

এছাড়াও এই দ্বিতীয় পর্বে ৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার দিনে শোকপালনের জন্য স্টার থিয়েটার বন্ধু ছিল। ১৯০৫-১৯০৭-র মধ্যে স্টারে মঞ্চস্থ হয় রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, নীলদর্পণ, নন্দকুমার, পদ্মিনী ইত্যাদি জাতীয়তা ভাবোদ্দীপক নাটক। ১৯০৮-তে পুরোনো নাটকের সঙ্গে নন্দকুমার-এ মীরকাশিম (অমৃত মিত্র), মোহনলাল (অপারেশ) পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত অভিনীত হয় স্টার থিয়েটারে। ১৯০৯-তে স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় চন্দ্রশেখর, বিবাহবিভ্রাট, পদ্মিনী, সরলা ইত্যাদি নাটক। ১৯১০-র ৬ আগস্ট অমরেন্দ্র দত্তের রানী ভবানী মঞ্চস্থ হবার পর স্টার কর্তৃপক্ষ আর থিয়েটার চালাতে রাজি হলেন না। তখন অমরেন্দ্রনাথ দত্ত স্টার থিয়েটারের 'লীজ' নিলেন। এরপর মঞ্চস্থ হয়েছিল ভূপেন ব্যানার্জির সৎসঙ্গ (১১ নভেম্বর, ১৯১১), জীবনসংগ্রাম (১৯ নভেম্বর, ১৯১১), খাসদখল (২৫ ডিসেম্বর, ১৯১১), পরপারে (১২ জানুয়ারী, ১৯১২), সরল (৩০ মার্চ, ১৯১২), রানী ভবানী (২০ জুন, ১৯১২) ইত্যাদি নাটক। ১৯১৩-তে স্টার থিয়েটার মঞ্চে অভিনীত হয়েছিল মনোমোহন গোস্বামীর ধর্মবিপ্লব (২৯ মার্চ) ও রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়পতাকা (২৪ ডিসেম্বর) নাটক। ১৯১৪-র ১ জানুয়ারি এখানে অভিনীত হয় রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মায়াপুরী'।

তারপর মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অহল্যাবাঈ (১৫ আগস্ট) মঞ্চস্থ হয়। এরপর পরপর মারা যান সুশীলবালা (জানুয়ারি ২৪, ১৯১৫) ও অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (৬ জানুয়ারি ১৯১৬)।

অমরেন্দ্রনাথ দত্তের মৃত্যু স্টার থিয়েটারের পক্ষে বড় আঘাত নামিয়ে আনে। তবু কোনোক্রমে নাটক অভিনয় চলতে থাকে। ১৯১৬-র ৮ এপ্রিল অভিনীত হল ভূপেন্দ্রনাথের হেমেন্দ্রলাল ২৪ জুন অভিনীত হয় হারাণ রক্ষিতের জড়ভরত; ৭ সেপ্টেম্বর মণি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বারাণসী'; ১৯১৭-র ১৪ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল যোগীন্দ্র বসুর দেববালা। কিন্তু স্টার থিয়েটার ক্রমশ দর্শক হারাতে থাকলো।

এরপরে অনঙ্গ হালদার নামক একজন খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী স্টার থিয়েটার 'লিজ' নিলেন। এঁরা তত্ত্বাবধানে কুরুক্ষেত্র, রণভেরী, মুচিরামগুড় ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ হবার পর ১৯১৮-র এপ্রিলে অনঙ্গ হালদার স্টার থিয়েটার ছেড়ে দেন। তখন গিরিমোহন মল্লিক স্টার থিয়েটারের 'লেসি' রূপে শরৎচন্দ্রের 'বিরাজবৌ' (নাট্যরূপ ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে স্টার থিয়েটার পরিচালনা শুরু করেন (৩ আগস্ট, ১৯১৮)। এই সময়ে অপরেশ মুখোপাধ্যায় ও তারাসুন্দরী স্টার থিয়েটারে ফিরে আসেন। তখন অপরেশবাবু হলেন দলের ম্যানেজার। তিনি আসার পর গীতিনাট্য কিন্নরী-র অভিনয় (২ নভেম্বর, ১৯১৮) শুরু হয়। এরপর দেবেন্দ্র বসু অনূদিত ওথেলো (৮ মার্চ, ১৯১৯) মঞ্চস্থ হয়। এই নাটক একদম দর্শক-আনুকূল্য পায়নি। ১৭ মে, ১৯১৯ তারিখে অভিনীত হয় অপরেশবাবুর উর্বশী। এরপরেই গিরিমোহন মল্লিক স্টার থিয়েটার পরিচালনার ভার ত্যাগ করেন। তখন প্রবোধচন্দ্র গুহঠাকুরতার সহায়তায় ও তারাসুন্দরীর সাহায্যে স্টার 'লিজ' নেওয়া হয়। পরিচালনায় ছিলেন অপরেশ মুখোপাধ্যায়। তাঁর পরিচালনায় ১৯২০-র ৫ জুন রাখীবন্ধন (Warrior of Heligoland অবলম্বনে) মঞ্চস্থ হয়।

এরপরে 'আর্ট থিয়েটার লিমিটেড' নামে যৌথ প্রতিষ্ঠান তৈরি করে স্টার থিয়েটার চালাবার চেষ্টা হয়। ১৯২৩-এর ৩০ জুন অপরেশবাবুর 'কর্ণার্জুন' নাটক এর মধ্য দিয়ে এঁদের অভিনয় শুরু হয়। একটানা ২৬০ রাত্রি এটি অভিনীত হয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করে। পরে অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে (১৯৩৩)।

১.২১ সিটি থিয়েটার

ক. **প্রথম পর্ব :**

রাজকৃষ্ণ রায় যখন বীণা থিয়েটার চালাতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন, তখন ১৮৯১-তে নীলমাধব চক্রবর্তী বীণা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে তৈরি করেন সিটি থিয়েটার। প্রোপাইটার ছিলেন তিনজন—নীলমাধব, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ ও অঘোর পাঠক। লেসি ও সেক্রেটারি ছিলেন নীলমাধব চক্রবর্তী। ১৮৯১-এর ১৬ মে সিটি থিয়েটারের উদ্বোধনে মঞ্চস্থ হল গিরিশের চৈতন্যলীলা। গিরিশ ছিলেন সিটি থিয়েটারের মুখ্য পরামর্শদাতা ও নাট্যকার। তাঁর ছেলে দানীবাবুও এখানে অভিনয় করেন। ১৮১১-তে যে-সমস্ত নাটক সিটি থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় তার মধ্যে চৈতন্যলীলা (১৬ মে), সরলা (১৭ মে), বিশ্বমঙ্গল (৩১ মে), সীতার বনবাস (১৭ জুন), নলদময়ন্তী (২০ জুন), বুদ্ধদেবচরিত (১৮ জুলাই) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯২-তে এই সিটি থিয়েটারে যেসমস্ত নাটক অভিনীত হয় তার মধ্যে সরলা, বিশ্বমঙ্গল, বেল্লিকবাজার, বুদ্ধদেবচরিত, ভোটভেক্কি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯২-এর ৮ এপ্রিল সরলা ও তাজ্জব ব্যাপার-এর অভিনয় এরপরেই সিটি থিয়েটারের প্রথম পর্বের অভিনয় শেষ হয়ে যায়।

খ. **দ্বিতীয় পর্ব :**

সিটি থিয়েটারে ১৮৯২-এর ৮ এপ্রিল প্রথম পর্বের অভিনয় শেষ করার পরে নীলমাধব চক্রবর্তী সিটি থিয়েটার বন্ধ করে দিয়ে চলে যান। গিরিশের সঙ্গে সিটি থিয়েটার কর্তৃপক্ষের মনোমালিন্য হওয়ায় গিরিশ সিটি থিয়েটার ত্যাগ করেন। দানীবাবু ও প্রবোধ ঘোষ সিটি থিয়েটার ছেড়ে চলে যান।

পরে ১৮৯৩-এর অক্টোবরে নীলমাধব চক্রবর্তী সিটি থিয়েটারের জন্য ফের বীণা থিয়েটার ভাড়া নেন। দ্বিতীয় পর্বে ৭ অক্টোবর (১৮৯৩) সরলা (নাট্যরূপ অমৃতলাল বসু) অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সিটি থিয়েটারের উদ্বোধন হল। ১৮৯৩-তে সিটি থিয়েটার যেসমস্ত নাটক মঞ্চস্থ করে তার মধ্যে সরলা (৭ অক্টোবর), ধ্রুবচরিত্র (৮ অক্টোবর), তাজ্জবব্যাপার (১৪ অক্টোবর), নলদময়ন্তী (১৫ অক্টোবর), চৈতন্যলীলা (৪ নভেম্বর), প্রফুল্ল (১৭ ডিসেম্বর), বেল্লিকবাজার (৩০ ডিসেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৪-তে কোনো নতুন নাটক অভিনীত হয়নি। পুরোনো নাটকেরই অভিনয় চলতে থাকে। ১৮৯৪-এর ১১ ফেব্রুয়ারি তাজ্জবব্যাপার অভিনীত হবার পরেই সিটি থিয়েটার-এর দ্বিতীয় পর্ব শেষ হয়ে যায়।

গ. **তৃতীয় পর্ব :**

১৮৯৬-তে নীলমাধব চক্রবর্তী মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে সিটি থিয়েটার চালিয়েছিলেন মাত্র দু' মাস। ১৮৯৬-এর ১১ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত স্বল্পকালে সরলা (অমৃতলালের নাট্যরূপ), তাজ্জবব্যাপার ও ধ্রুবচরিত্র এই তিনটি নাটকের অভিনয় হয় এই সিটি থিয়েটারে।

ঘ. **চতুর্থ পর্ব :**

১৮৯৬-এর জুন মাসে এমারেল্ড থিয়েটার লিজ নিয়ে নীলমাধব চক্রবর্তী আবার সিটি থিয়েটারে অভিনয় শুরু করান। ১৮৯৬-এর ২০ জুন এমারেল্ডের মঞ্চে মোহমুক্তি নাটকের মধ্য দিয়ে এই পর্বে সিটি থিয়েটারে উদ্বোধন হয়। ১৮৯৬-তে এখানে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে মোহমুক্তি (২০ জুন), আবুহোসেন (২১ জুন), বুদ্ধদেবচরিত (২৫ জুলাই), প্রফুল্ল (৯ আগস্ট), সরলা (২৯ আগস্ট), চৈতন্যলীলা (১৩ সেপ্টেম্বর), হীরারফুল (৮ নভেম্বর), দেবীচৌধুরানী (১৯ ডিসেম্বর) ইত্যাদি উল্লেখ্য। ১৮৯৭-তে মাধবী, কষ্টিপাথর, বিশ্বমঙ্গল অভিনীত হয় সিটি থিয়েটারে। ১৮৯৭-এর ১০ জানুয়ারি গিরিশের 'বিশ্বমঙ্গল' সিটি থিয়েটারে চতুর্থ পর্বের শেষ অভিনয়।

ঙ. **পঞ্চম পর্ব :**

অক্লান্ত নীলমাধব চক্রবর্তী ১৯০০-তে ৯১ হ্যারিসন রোডে কার্জন থিয়েটার ভাড়া নিয়ে শেষবারের জন্য সিটি থিয়েটার চালু করেন। ২৩ ডিসেম্বর ১৯০০ তারিখে গিরিশের 'পারিসানা' নাটক দিয়ে এর উদ্বোধন হয়। গিরিশের গীতিনাট্য 'পারস্যপ্রসূনের' পরিবর্তিত নাম 'পারিসানা'। এর সঙ্গে অমৃতলালের 'কৃপণের ধন' মঞ্চস্থ হয়। এই থিয়েটার দু' মাস স্থায়ী হয়। আলিবাবা ও হীরেরফুল ১৯০১-এর ২৪ ফেব্রুয়ারি শেষ অভিনয়।

১.২২ মিনার্ভা থিয়েটার

১৮৯৩-এর ২৮ জানুয়ারি ৬ নং বিডন স্ট্রিটে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র নাগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। এই থিয়েটারের যাবতীয় অর্থব্যয় করলেন নাগেন্দ্রভূষণ, অন্যদিকে নাট্যদল তৈরি ও অভিনয়ের যাবতীয় দায়িত্ব নিলেন গিরিশচন্দ্র। অভিনয় শিক্ষকরূপে এখানে অর্ধেন্দুশেখর। বাংলা রঙ্গমঞ্চের দুই স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের

মিলনসূত্রে মিনার্ভা আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠল। বিডন স্ট্রিটের যে জমিতে পূর্বে গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেখানেই নির্মিত হল মিনার্ভা থিয়েটারের নতুন বাড়ি। নতুন দলে অভিনয়ের জন্য রইলেন গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, দানীবাবু, চুনীলাল দেব, নিখিল দেব, নীলমণি ঘোষ, কুমুদনাথ সরকার, অঘোরনাথ পাঠক, অনুকূল বটব্যাল, তিনকড়ি দাসী, প্রমদাসুন্দরী ও পরমাসুন্দরী। সঙ্গীত শিক্ষক ছিলেন দেবকণ্ঠ বাগচী। স্টেজ ম্যানেজার হলেন ধর্মদাস সুর।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ জানুয়ারি শেক্স পীয়রের ম্যাকবেথ (অনুবাদ গিরিশ) নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে মিনার্ভা থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ড্রপসিন এঁকেছিলেন ইংরেজ চিত্রকর মি. উইলিয়ার্ড এবং দৃশ্যসজ্জায় ছিলেন পিমসাহেব। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন গিরিশচন্দ্র (ম্যাকবেথ), তিনকড়ি (লেডি ম্যাকবেথ), দানীবাবু (ম্যালকম), কুমুদ সরকার (ব্যাঙ্কো), অঘোর পাঠক (ম্যাকডাফ), প্রমদাসুন্দরী (লেডি ম্যাকডাফ), অর্ধেন্দুশেখর (দ্বারপাল, ডাক্তার, হত্যাকারী ও ডাকিনি)। এই অভিনয় দারুণ খ্যাতি লাভ করে ও পত্র-পত্রিকাতেও অকুণ্ঠ প্রশংসা করা হয়। কিন্তু সাধারণ দর্শকের কাছে এ নাটক সহজবোধ্য ছিল না। প্রচুর অর্থব্যয়ে নির্মিত এই নাটকের পর পর অভিনয়ে দর্শক হ্রাস পেতে থাকল। দশ রাত অভিনয়ের পর গিরিশ বাধ্য হয়ে এই নাটকের অভিনয় বন্ধ করে দিলেন। গিরিশ এর পরে মঞ্চস্থ করলেন নৃত্যগীতের নাটক 'মুকুলমঞ্জুরা' ও 'আবুহোসেন'। এই দুই নাটক বিপুল জনপ্রিয়তা পেল ও প্রচুর আয় হল। সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে মিনার্ভা থিয়েটার পর পর বেশ কিছু নাটকের অভিনয় করে। তার মধ্যে সপ্তমীতে বিসর্জন (১১ অক্টোবর, ১৮৯৩), জনা (২৩ ডিসেম্বর, ১৮৯৩), নলদময়ন্তী (২৪ ডিসেম্বর, ১৮৯৩), বড়দিনের বখ্‌শিস (২৫ ডিসেম্বর, ১৮৯৩), প্রফুল্ল (২৪ মার্চ, ১৮৯৪), করমেতিবাঈ (১৪ জুলাই, ১৮৯৪), পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (১৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪), সধবার একাদশী (২৫ নভেম্বর, ১৮৯৪), দক্ষযজ্ঞ (২৫ জানুয়ারি, ১৮৯৫), পলাশীর যুদ্ধ (২২ ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৫) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ্য যে বড়দিনের বখ্‌শিস ও পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস অভিনয়ের সময় ব্রিটিশ পুলিশ নাটকের অভিনয় বন্ধ করার চেষ্টা করে। প্রথমটিতে বড়দিনকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে ও দ্বিতীয়টি অশালীন—এই অভিযোগ ছিল।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে গিরিশ মিনার্ভা ত্যাগ করেন। মালিক নাগেন্দ্রভূষণের সঙ্গে আর্থিক ব্যাপারে মনোমালিন্য চলছিল গিরিশের। গিরিশ মিনার্ভা ছেড়ে স্টারে যোগ দেন। এরপর মিনার্ভা থিয়েটার পরিচালনায় আসেন চুনীলাল দেব। দুর্গাদাস দে-র সাহায্যে ১৮৯৭ সালে মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় জুবিলি যজ্ঞ, আকবর, লক্ষ্মণবর্জন, ফটিকচাঁদ, আলিবাবা, পলাশীর যুদ্ধ ইত্যাদি নাটক। কিন্তু মিনার্ভা থিয়েটারের দুর্দশা কাটে না তবু। বরং আরও অবনতি হয়। শেষপর্যন্ত নাগেন্দ্রভূষণ বাধ্য হয়ে প্রকাশ্য নিলামে মিনার্ভা থিয়েটার বিক্রি করে দেন।

শেষপর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ সরকার (শ্রীপুরের জমিদার) ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক ও পরিচালক রূপে নব উদ্যমে মঞ্চস্থ করেন দুর্গাদাস দে-র রচনা স্ত্রী (২৯ মে ১৮৯৯)। এরপরে মালিক নরেন্দ্রনাথ সরকারের রচনা মদালসা অভিনীত হয়। এরপর ১৯০০-র মে মাস পর্যন্ত মিনার্ভা থিয়েটারে পর পর অভিনীত হল কিশোরসাধন, জুলিয়া, পলাশীর যুদ্ধ, বসন্তবিহার, বসন্তরায় ইত্যাদি নাটক, নাট্যরূপ ও নীতিনাট্য। কিন্তু কোনো অভিনয়েই তেমনভাবে বিপুলসংখ্যক দর্শক সাড়া দিলেন না। ফলে একরকম বাধ্য হয়ে নরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা থিয়েটারের গিরিশচন্দ্রকে নিয়ে এলেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে এলেন অর্ধেন্দুশেখর। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জুন বঙ্কিমের সীতারাম (নাট্যরূপ গিরিশচন্দ্র) মঞ্চস্থ হল মিনার্ভা থিয়েটারে। এই নাটক বেশ কিছুটা জনপ্রিয়তা লাভ করে। এরপর গিরিশের রচনা মণিহরণ গীতিনাট্য মঞ্চস্থ হয়। তারপর গিরিশের কিছু পুরোনো নাটক যেমন প্রফুল্ল, বেল্লিকবাজার ইত্যাদি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মিনার্ভা থিয়েটার যখন শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াল,—তখনই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে গিরিশের মনোমালিন্য শুরু হয়। গিরিশ মিনার্ভা ত্যাগ করে ক্লাসিক থিয়েটারে চলে গেলেন। গিরিশবিহীন মিনার্ভা চালানো কঠিন বুঝে নরেন্দ্রনাথ নিজেও মিনার্ভা থিয়েটারের মালিকানা ছেড়ে দিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের নতুন মালিক হলেন জমিদার প্রিয়নাথ দাস। তাঁর সহযোগী ছিলেন বেণীভূষণ রায়।

এদিকে অমরেন্দ্রনাথ প্রিয়নাথের কাছ থেকে মাসিক পাঁচশো টাকায় ভাড়ায় তিন বছরের জন্য 'লিজ' নিলেন মিনার্ভা থিয়েটার (১৯০৩-এর ১০ মে)। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার উদ্বোধন করেন। ১৫ নভেম্বর মঞ্চস্থ হয় বঙ্কিমের আনন্দমঠ নাট্যরূপ। কিন্তু এই দুই নাটক দর্শকপ্রিয় হতে পারল না। অমরেন্দ্রনাথ ক্রমশ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। ফলে বাধ্য হয়ে অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভা লিজ দিলেন ধনী ব্যবসায়ী মনোমোহন পাঁড়েকে। মনোমোহন পাঁড়ে আবার সাবলীজ দেন মাসিক সাতশো পঞ্চাশ টাকায় চুনীলাল দেবকে। চুনীলাল মনোমোহন গোস্বামীর সংসার নাটক দিয়ে শুরু করলেন। তারপর ১৯০৪-এর ২৩ আগস্ট অভিনীত হয়েছিল নন্দবিদায়, লক্ষ্মণবর্জন, কুব্জ ও দর্জী নামক অকিঞ্চিৎকর তিনটি নাটক। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার প্রচুর দর্শক লাভ করলো ঐ তিনটি নাটক। ১৯০৪-এর শেষদিকে অর্ধেন্দুশেখর এখানে যোগ দেন। গিরিশ ও তিনকড়ি মিনার্ভাতে এলেন। এই সময় মিনার্ভা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল নীলদর্পণ, ঐন্দ্রিলা, প্রতাপাদিত্য ইত্যাদি নাটক। ১৯০৫-এর প্রথমে কলকাতার বাইরে অভিনয় করতে যায় মিনার্ভা থিয়েটার। তখন মালিক মনোমোহন পাঁড়ের সঙ্গে ভাড়াটে চুনীলালের মনোমালিন্য শুরু হয়। চুনীলাল মিনার্ভা ছেড়ে দেন। মনোমোহন পাঁড়ে তখন অপরেশ মুখোপাধ্যায়কে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন (১৯০৫, ১৮ ফেব্রুয়ারি)। গিরিশ, অর্ধেন্দুশেখর, অপরেশের সম্মিলনে মিনার্ভার হৃতগৌরব ফিরে এলো। ১৯০৫-এর ৮ এপ্রিল মঞ্চস্থ হল 'বলিদান'। এরপর ২৯ জুলাই অভিনীত হয় 'রাণাপ্রতাপ'। ৯ সেপ্টেম্বর মঞ্চস্থ হয় গিরিশের 'সিরাজদ্দৌল্লা'। ১৯০৬-এর ১৬ জুন গিরিশের 'মীরকাশিম' অভিনীত হল। ১৯০৭-এর ১ জানুয়ারি গিরিশের য্যায়সা কা ত্যায়সা মঞ্চস্থ হবার পরে ২রা জুন অভিনীত হয় প্রফুল্ল নাটক। এরপরই ১৯০৭-এর জুলাই মাস থেকে মিনার্ভা থিয়েটার-এর দুর্দশা শুরু হয়। গিরিশচন্দ্র, দানীবাবু, তিনকড়ি, কিরণবালা মিনার্ভা থিয়েটার ছেড়ে এসময় কোহিনূর থিয়েটারে চলে যান। মিনার্ভা চরম বিপদে পড়ে অমরেন্দ্রনাথকে মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে নিয়ে আসে। অমরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আসেন কুসুমকুমারী। অমরেন্দ্রনাথ হলেন নতুন ম্যানেজার। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে অভিনীত হয় প্রফুল্ল (২৭ অক্টোবর), দুর্গাদাস (৩ নভেম্বর), সিরাজদ্দৌল্লা (১৭ নভেম্বর), ছত্রপতি শিবাজী (৩০ নভেম্বর) ইত্যাদি। ১৯০৮-তে অভিনীত হল বলিদান, নূরজাহান, নবীন তপস্বিনী, তুফানী ইত্যাদি নাটক। পুনর্বার জুলাইয়ে গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় ফিরে এলেন। ততদিনে অবশ্য অর্ধেন্দুশেখর চলে গেছেন। গিরিশ আসার পর অভিনীত হয় সোরাবরুস্তম (২৯ সেপ্টেম্বর), শাস্তি কি শান্তি (৭ নভেম্বর), মেবার পতন (২৬ ডিসেম্বর) ইত্যাদি নাটক। ১৯০৯-তে মঞ্চস্থ হল সাজাহান, অশোক, বাঙ্গালার মসন্দ ইত্যাদি নাটক।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে মনোমোহন মহেন্দ্রনাথ মিত্রকে বাইশ হাজার টাকায় মিনার্ভা থিয়েটার বেচে দিলেন। ১৯১১-এর ১৭ জুন নতুনভাবে চালু করলেন মিনার্ভা থিয়েটার। ১৫ জুলাই মঞ্চস্থ হয় গিরিশের বলিদান। মঞ্চে এটি ছিল গিরিশের শেষ অভিনয়। এরপরেই গিরিশ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯১২ সালে মহেন্দ্রনাথ মিত্রের মৃত্যুর পর মনোমোহন পাঁড়ে আবার মিনার্ভার মালিক হন। এসময় খাসদখল, রঙ্গিলা, রুমেলা, ভীষ্ম ইত্যাদি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল মিনার্ভা থিয়েটারে। ১৯১৫ থেকে মিনার্ভার দায়িত্ব নেন উপেন্দ্রনাথ মিত্র। ২ অক্টোবর ১৯১৫ দ্বিজেন্দ্রলালের সিংহলবিজয় নাটক দিয়ে তিনি মিনার্ভার উদ্বোধন করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে মিনার্ভার যাত্রাপথে সব চাইতে বড় আঘাত এল, হঠাৎ আগুনে মিনার্ভা থিয়েটার পুড়ে যায়। উপেন্দ্রনাথ মিত্র হতোদ্যম না হয়ে মিনার্ভার পুনর্নির্মাণ করলেন। এসময়ে বরদাকুমার দাশগুপ্তর মিশরকুমারী (৫ জুলাই, ১৯১৯) খুবই সাফল্য লাভ করেছিল। এই সময়ে বিখ্যাত অভিনেতা অহীন্দ্র চৌধুরী কিছু সময় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করেন। ১৯৩৮ পর্যন্ত উপেন্দ্রনাথ মিত্র মিনার্ভা থিয়েটারের মালিক ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিনার্ভা থিয়েটার নতুন পরিচালকমণ্ডলীর অধীনে চলে আসে। ১৯৪২ থেকে আবার অভিনয় শুরু হয়। দুর্গাদাস

বন্দ্যোপাধ্যায়, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তি গুপ্তা, নীরদাসুন্দরী প্রমুখ প্রসিদ্ধ শিল্পীরা এসময় মিনার্ভা থিয়েটারে যোগ দেন। পরে আসেন বিখ্যাত নির্মলেন্দু লাহিড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, কমল মিত্র, সরয়ূবালা প্রমুখ শিল্পী।

১.২৩ ক্লাসিক থিয়েটার

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৬ এপ্রিল ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠা করেন ক্লাসিক থিয়েটার। ঐদিন সন্ধ্যায় মঞ্চস্থ হল গিরিশের নলদময়ন্তী, তৎসহ প্রহসন বেল্লিকবাজার। ৬৮ নং বিডন স্ট্রিটে এমারেল্ড থিয়েটার লীজ নিয়ে সম্পূর্ণ পেশাদারি ভঙ্গিমায় প্রতিষ্ঠা করেন ক্লাসিক থিয়েটার। অভিনয়ে ছিলেন সতীশ চট্টোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী, মহেন্দ্রলাল বসু, অঘোরনাথ পাঠক, প্রমথনাথ দাস, গোবর্ধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, পূর্ণচন্দ্র ঘোষ, হরিভূষণ ভট্টাচার্য, কুসুমকুমারী, নয়নতারা, শরৎসুন্দরী, সরোজিনী। এঁদের সকলকে নিয়ে অমরেন্দ্রনাথ তৈরি করলেন ক্লাসিক থিয়েট্রিক্যাল কোম্পানি। দীর্ঘদিন বাদে নিজস্ব মালিকানা ও পরিচালনায় অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নিজস্ব থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল : ক্লাসিক থিয়েটার। অঘোরনাথ পাঠক ছিলেন সঙ্গীত শিক্ষক।

পূর্ণোদ্যমে ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনয় শুরু হয়ে গেল। বাংলা নাট্যমঞ্চে নতুন জীবন সঞ্চারিত হল। ক্লাসিক থিয়েটারে উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের একটি তালিকা দেওয়া হচ্ছে :—

১৮৯৭ : নলদময়ন্তী ও বেল্লিকবাজার (১৬ এপ্রিল), পলাশীর যুদ্ধ ও লক্ষ্মণবর্জন (১৭ এপ্রিল), দক্ষযজ্ঞ (১৮ এপ্রিল), বিবাহবিভ্রাট (২৪ এপ্রিল), হারানিধি (১ মে), বিল্বমঙ্গল (২৩ মে), বুদ্ধদেবচরিত (৩০ জুন), রাজা ও রানী (২৪ জুলাই), আলিবাবা (২০ নভেম্বর), আলাদীন (১২ ডিসেম্বর)।

১৮৯৮ : পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (৮ জানুয়ারি), দোললীলা (৫ মার্চ), মেঘনাদবধ (১৬ জুলাই), প্রফুল্ল (২৭ আগস্ট), ইন্দিরা (২৪ সেপ্টেম্বর), কমলেকামিনী (৫ নভেম্বর)।

১৮৯৯ : জনা (৮ জানুয়ারি), রাজা ও রানী (১৫ জানুয়ারি), ধ্রুবচরিত্র (২২ ফেব্রুয়ারি), সীতার বনবাস (৮ মার্চ), প্রফুল্ল (১৮ মার্চ), আবুহোসেন (১২ এপ্রিল), চক্ষুদান (১৩ মে), করমেতিবাঈ (১৫ জুলাই), ম্যাকবেথ (১৮ নভেম্বর)।

১৯০০ : দেবীচৌধুরানী (১ জানুয়ারী), বিশ্বমঙ্গল (৭ জানুয়ারি), আলিবাবা (১৭ জানুয়ারি), পাণ্ডবগৌরব (১৭ ফেব্রুয়ারি), সীতারাম (৩০ জুন), সরলা (৩১ জুলাই), সধবার একাদশী (২০ আগস্ট), বৃষকেতু (৫ সেপ্টেম্বর)।

১৯০১ : চাবুক (১ জানুয়ারি), অশ্রুধারা (২৬ জানুয়ারি), কপালকুণ্ডলা (১ জুন), মৃণালিনী (২৭ জুলাই), চৈতন্যলীলা (১৪ সেপ্টেম্বর), অভিশাপ (২৮ সেপ্টেম্বর)।

১৯০২ : বহুত আচ্ছা (১৮ জানুয়ারি), ফটিকজল (১২ এপ্রিল), ভ্রান্তি (১৯ জুলাই), আয়না (২৫ ডিসেম্বর)।

১৯০৩ : প্রতাপাদিত্য (২৯ আগস্ট), নীলদর্পণ (১২ সেপ্টেম্বর), হিরণ্ময়ী (১৪ নভেম্বর)।

১৯০৪ : ভ্রমর (৩ মার্চ), সৎনাম (৩০ এপ্রিল), পৈয়ার (১ জুন), তরণীসেনবধ (২৩ জুলাই), বিক্রমাদিত্য (২৪ জুলাই), চোখের বালি (২৭ নভেম্বর)।

১৯০৫ : কোনটা কে? (১২ ফেব্রুয়ারি), প্রেমের পাথারে (২ মার্চ), শিবরাত্রি (৪ মার্চ), সংসার (৪ মার্চ), পৃথ্বীরাজ (৪ নভেম্বর), প্রণয় না বিষ (২৩ ডিসেম্বর), এস যুবরাজ (৩০ ডিসেম্বর)।

১৯০৬ : সিরাজদৌল্লা (২৭ জানুয়ারি)।

এরপরই অমরেন্দ্রনাথ দত্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন ও তিনি অবশেষে ১৯০৬-এর মে মাসে ক্লাসিক ছেড়ে দিলেন। বাংলা থিয়েটারে মঞ্চব্যবস্থার পরিবর্তনে অমরেন্দ্রনাথ দত্তের ভূমিকা অনস্বীকার্য। নাটকের বিজ্ঞাপনে অমরেন্দ্রনাথের মৌলিক ভাবনা সেদিন নতুনত্ব সঞ্চার করেছিল।

১.২৪ অরোরা থিয়েটার

১৯০১-এর এপ্রিল মাসে ৯ নং বিডন স্ট্রিটে অবস্থিত বেঙ্গল থিয়েটার বন্ধ হয়ে গেলে এই ভাড়া নিয়ে গুরুপ্রসাদ মৈত্র প্রতিষ্ঠা করলেন অরোরা থিয়েটার।

ঐ বছরের ১৭ আগস্ট ক্ষীরোদপ্রসাদের দক্ষিণা নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অরোরা থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ম্যানেজার নিযুক্ত হন নীলমাধব চক্রবর্তী। অভিনয়ে ছিলেন শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কুসুম, হরিমতী, প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, অক্ষয় চক্রবর্তী, গোপাল এবং নীলমাধব চক্রবর্তী। এর পরে অরোরা থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল ক্ষীরোদপ্রসাদের জুলিয়া (১৮ আগস্ট), অমৃতলাল বসুর কৃপণের ধন (১৯ আগস্ট), আলিবাবা (১২ সেপ্টেম্বর), বেল্লিকবাজার (১৬ সেপ্টেম্বর), চৈতন্যলীলা (১ অক্টোবর), বিল্বমঙ্গল (১৫ অক্টোবর), সরলা (১০ নভেম্বর), দেবীচৌধুরানী (২৫ নভেম্বর) ইত্যাদি নাটক। ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে মে মাসে অর্ধেন্দুশেখর অরোরা থিয়েটারে যোগ দিলেন। তারপরই মঞ্চস্থ হল মনোমোহনের রিজিয়া নাটক (১৭ মে)। রিজিয়া-র অভিনয় অরোরার ভাগ্য ফিরিয়ে দিল। খ্যাতি ও অর্থপ্রাপ্তির আনন্দে অরোরা থিয়েটার তখন পরপর নাট্যাভিনয় করে যেতে থাকাল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি হল : সধবার একাদশী (১ জুন), জেনানাযুদ্ধ (১৬ জুলাই), বিষবৃক্ষ (২৭ জুলাই), বিশ্বমঙ্গল (৩০ জুলাই), রাধারানি (২৩ আগস্ট) এবং প্রফুল্ল (২৩ নভেম্বর), রিজিয়া (১৩ ডিসেম্বর)।

এক বছর চার মাস পরে ১৩ ডিসেম্বর ১৯০২ অরোরা থিয়েটার শেষ অভিনয় করল।

১.২৫ কোহিনূর থিয়েটার

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটার প্রকাশ্যে নিলামে উঠলে জমিদার শরৎকুমার রায় এক লক্ষ ষাট হাজার টাকায় সেই থিয়েটার বাড়ি কিনে সেখানে কোহিনূর থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। ১১ আগস্ট কোহিনূর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সহকারী ম্যানেজার হিসেবে এখানে যোগ দেন। শরৎকুমার অপরেশচন্দ্র উভয়ে মিলে নতুন নাট্যদল গঠনে উদ্যোগী হন। নাট্যকার হিসেবে স্টার থিয়েটার থেকে নিয়ে আসা হয় ক্ষীরোদপ্রসাদকে। অভিনয়ে অংশ নিতে ন্যাশনাল থিয়েটার থেকে আসেন শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাসুন্দরী, মিনার্ভা থিয়েটার থেকে আসেন দানীবাবু, মন্মথনাথ পাল, তিনকড়ি, কিরণবালা, ক্ষেত্রমোহন মিত্র প্রমুখরা। স্টেজ ম্যানেজার হলেন ধর্মদাস সুর। সাজসজ্জায় শিল্পী মহাতাপচন্দ্র ঘোষ দায়িত্ব পেলেন। ঐকতান বাদনের দায়িত্ব ছিল দক্ষিণারঞ্জন রায়ের। সর্বোপরি গিরিশচন্দ্রকে দশ হাজার টাকা বোনাস ও মাসিক পাঁচশো টাকা বেতনে নিয়ে আসা হল।

ক্ষীরোদপ্রসাদের চাঁদবিবি নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে কোহিনূর থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ঐতিহাসিক নাটক চাঁদবিবি বিশেষভাবে মঞ্চসফল হওয়ায় দুর্গেশনন্দিনী (নাট্যরূপ গিরিশ), ছত্রপতি শিবাজী (গিরিশ) এবং মীরকাশিম (গিরিশ) পরপর মঞ্চস্থ হল যথাক্রমে ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৬ সেপ্টেম্বর ও ১৭ সেপ্টেম্বর। এরপরে ২৫ ডিসেম্ভর অভিনীত হল ক্ষীরোদপ্রসাদের দাদা ও দিদি।

ঐ বছরই ৩১ ডিসেম্বর কোহিনূরের স্বত্ত্বাধিকারী শরৎকুমার রায়ের মৃত্যু হয়। তাঁর ছোট ভাই শিশিরকুমার রায় রিসিভার হিসেবে কোহিনূর থিয়েটার তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

পরের বছর কোহিনূর থিয়েটারে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের অভিনয় দেখতে পাই : গিরিশের প্রফুল্ল, ক্ষীরোদপ্রসাদের অশোক, ভূতের বেগার, বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী (নাট্যরূপ গিরিশ) ইত্যাদি। ১৯০৮-এর মধ্যভাগে জুন মাস নাগাদ শিশিরকুমার রায়ের সঙ্গে গিরিশের মনোমালিন্য শুরু হয়। অভিনেতাদের ক্ষেত্রমোহন মিত্র, মন্মথ পাল,

মণীন্দ্র মণ্ডল কোহিনূর ছেড়ে চলে গেলেন। গিরিশচন্দ্র অসুস্থ হয়ে পড়েন। হাঁপানিতে আক্রান্ত হয়ে তিনি কোহিনূর থিয়েটারে নিয়মিত আসতে পারছিলেন না। মালিক শিশিরকুমার রায় গিরিশের বেতন বন্ধ করে দেন। গিরিশ আদালতে মামলা করেন। গিরিশ মামলায় জিতে সমস্ত প্রাপ্য টাকা বুঝে নিয়ে মিনার্ভায় চলে যান। তাঁর সঙ্গে চলে যান দানীবাবু। গিরিশ চলে এলে ১৯০৮-এর জুলাই মাসে অর্ধেন্দুশেখর কোহিনূর থিয়েটারে যোগ দেন।

১৯০৮ কোহিনূর থিয়েটারে যেসমস্ত নাটক অভিনীত হয় তার মধ্যে সংসার (১৫ জুলাই), জেনানাযুদ্ধ (১৫ জুলাই), আবুহোসেন (২৯ জুলাই), দুর্গেশনন্দিনী (১ আগস্ট), নীলদর্পণ (২ আগস্ট), নবীন তপস্বিনী (৮ আগস্ট), প্রফুল্ল (৯ আগস্ট)। আগস্টের (১৯০৮) দুটি নাটকই অর্ধেন্দুশেখরের শেষ অভিনয়। এরপরেই ১৭ সেপ্টের, ১৯০৮ তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯০৮-এর ১৮ ডিসেম্বর পাঞ্জাব গৌরব নাটক মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু পাঞ্জাবি সম্প্রদায় এই নাটকের বিরোধিতা করেন। ফলে কোহিনূর থিয়েটার কর্তৃপক্ষ ঐ নাটকটির নাম পাল্টে বীরপূজা নামে মঞ্চস্থ করেন ১৯০৯-এর ৩০ জানুয়ারি।

১৯০৯-তে অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে হরনাথ বসুর ময়ূরসিংহাসন, যোগীন্দ্রনাথ বসুর প্রতিফল, দুর্গাদাস দে-র সোনারসংসার, হরিপদ মুখোপাধ্যায়-এর রানী দুর্গাবতী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯১০ সালে কোহিনূর থিয়েটারে উল্লেখ্য নাটকের অভিনয় : রবীন্দ্রনাথের গোড়ায় গলদ, গিরিশের চণ্ড, রাজা অশোক, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূতের বিয়ে ইত্যাদি। পরের বছর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে (এ বছর অতুল মিত্র ও কুসুমকুমারী কোহিনূরে যোগ দেন) গ্রহের ফের (হরিশ্চন্দ্র সান্যাল), জেনোরিয়া (অতুল মিত্র), প্রাণের টান (অতুল মিত্র) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯১২-তে মঞ্চস্থ হয় গিরিশের বলিদান, পাণ্ডব গৌরব, অতুল মিত্রের মোহিনীমায়া ইত্যাদি নাটক। ২১ জুলাই বিশ্বামিত্র ও পলিন নাটকের অভিনয়ের পরেই কোহিনূর থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায়॥

১.২৬ অনুশীলনী

১.২৬.১ বিস্তৃত প্রশ্নাবলী :

১. বাংলা নাট্যমঞ্চের বিবর্তনে বেঙ্গল থিয়েটারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

২. সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে বাংলা নাট্যচর্চার ইতিহাস বিবৃত করুন।

৪. স্টার থিয়েটারের গুরুত্ব কোথায়? আলোচনা করুন।

৫. বাংলা রঙ্গামঞ্চে হাতিবাগানের স্টার থিয়েটারের ভূমিকা কতটুকু?

৬. বাংলা নাট্যচর্চায় রাজকৃষ্ণ রায় ও বীণা থিয়েটারের অবদান আলোচনা করুন।

৭. বঙ্গ রঙ্গামঞ্চে মিনার্ভা থিয়েটারের গুরুত্ব কোথায়? আলোচনা করুন।

৮. বাংলা নাট্যাভিনয়ে ক্লাসিক থিয়েটারের গুরুত্ব কোথায়?

৯. বঙ্গ রঙ্গামঞ্চে অরোরা ও কোহিনূর থিয়েটারের অবদান আলোচনা করুন।

১.২৬.২ অবিস্তৃত প্রশ্নাবলী :

১. গিরিশচন্দ্র ঘোষ কবে-কবে, কোন্-কোন্ নাট্যমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন?

২. বেঙ্গল থিয়েটারের কী অবদান ছিল বাংলা নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে?

৩. উৎপল দত্তের কোন্ নাটকে বাংলা রঙ্গমঞ্চের কোন ব্যাপারটির ছায়াপাত হয়েছে বলুন।

৪. 'হনুমান চরিত্র' এবং 'The Police of Pig and Sheep' নাটক দুটি অভিনয়ের সূত্রে কী-কী ঘটনা ঘটেছিল, বলনু।

১.২৬.৩ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী :

১. কবে কোথায় সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়?

২. সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রথম অভিনীত হয়ে কোন্ নাটক? নাট্যকার কে?

৩. সাধারণ রঙ্গালয়-এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন কারা?

৪. সাধারণ রঙ্গালয় ভেঙে যাবার দু'টি কারণ কী-কী?

৫. সাধারণ রঙ্গালয় ভেঙে কোন্ দুই দল তৈরি হয়?

৬. কবে কোথায় বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়?

৭. বেঙ্গল থিয়েটার কবে বন্ধ হয়ে যায়?

৮. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

৯. গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম কোন্ নাটকের অভিনয় হয়?

১০. নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন চালু হয় কবে?

১১. নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইনে গ্রেপ্তার হওয়া অভিনেতাদের মধ্যে অগ্রগণ্য কে ছিলেন?

১২. প্রতাপচাঁদ জহুরি কে?

১৩. হামীর নাটক কার লেখা? কোথায় মঞ্চস্থ হয়?

১৪. স্টার থিয়েটার কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

১৫. স্টার থিয়েটারের জমিতে কোন্ থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়?

১৬. বীণা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা কে? প্রতিষ্ঠা কবে? কোথায়?

১৭. বীণা থিয়েটারে অভিনীত প্রথম নাটক কোন্‌টি? কবে প্রথম অভিনয়?

১৮. স্টার থিয়েটার (হাতিবাগান)-এর স্বত্বাধিকারী কারা ছিলেন?

১৯. সিটি থিয়েটার প্রতিষ্ঠা কবে? প্রোপাইটার ছিলেন কারা?

২০. কবে কোথায় কে মিনার্ভা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন?

২১. মিনার্ভা থিয়েটারে প্রথম অভিনীত নাটক কোন্‌টি?

২২. ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা কবে? কোথায়? প্রতিষ্ঠাতা কে?

২৩. ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত প্রথম নাটক কোন্‌টি? নাট্যকার কে ছিলেন?

২৪. কবে কোথায় কে অরোরা থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন।

২৫. অরোরা থিয়েটারে অভিনীত প্রথম নাটক কোন্‌টি? কবে প্রথম অভিনয়?

২৬. কোহিনূর থিয়েটার কবে কোথায় কে প্রতিষ্ঠা করেন?

২৭. কোহিনূর থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয় কোন্ নাটক?

১.২৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

২. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৩. বাংলা নাটকের ইতিহাস—অজিতকুমার ঘোষ

৪. নাট্যমঞ্চ : নাট্যরূপ—পবিত্র সরকার

৫. বাংলা নাট্যশালার ইতিহাস—কালীশ মুখোপাধ্যায়

৬. রঙ্গালয়ে ত্রিশ বৎসর—অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

৭. বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার—সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদনা

৮. আমার কথা—নটী বিনোদিনী

৯. বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস (উদ্যোগপর্ব) ১৭৯৫-১৮৭২—নক্ষত্রকুমার রায়চৌধুরী

১০. কলকাতার বিদেশী রঙ্গালয়—অমল মিত্র

১১. গিরিশচন্দ্র—অবিনাশ গঙ্গোপাধ্যায়

১২. বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা—দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

১৩. বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস—দর্শন চৌধুরী

১৪. The Indian Stage Vol. I/II/III—H. N. Dasgupta